বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>317 >>15 Vadra 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩১৭ >> << ১৫ই, ভাদ্র ১৪৩০>>

হংকংএর সাবেক ক্যান্টোপপ তারকার রাষ্ট্রদ্রোহের দায়ে কারাদণ্ড

হংকং ঃ হংকংএর একজন গায়ক এবং গণতন্ত্র কর্মীকে রাষ্ট্রদ্রোহ ও অর্থ পাচারের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করার পরে বৃহস্পতিবার দুই বছরের বেশি সময়ের জন্য কারাদণ্ড দেয়া হয়। বেইজিং ২০১৯ সালে ঐ চীনা শহরের গণতন্ত্রকামী বিক্ষোভ দমন করার এবং জাতীয় নিরাপত্তা আইন আরোপ করার আগে ক্যান্টোপপ বয়ব্যান্ড ইকিডসএর প্রাক্তন সদস্য টমি ইউয়েন এই আন্দোলনের একজন স্পষ্টবাদী সমর্থক হয়ে ওঠেন। বৃহস্পতিবার বিচারক আর্নেস্ট লিন বলেন, ইউয়েন সরকার বিরোধী বার্তা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তার জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে সমাজের ক্ষতি করেছেন এবং তাকে ২৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন। ইউয়েনকে (৪৩) ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তখন থেকে তাকে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। গত মাসে তিনি দোষ স্বীকার করেছেন। এর আগে প্রসিকিউটররা বলেছিলেন, ইউয়েন তার মিথ্যা চ্যারিটি আবেদনের অংশ হিসেবে প্রায় ৯২ হাজার ডলার পাচার করেছেন। ২০২০ সাল থেকে ৩০ জনের বেশি মানুষকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই হাইপ্রোফাইল ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। আইনটি এমন কার্যক্রম, বক্তৃতা বা প্রকাশনাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করে যেগুলোর বিদ্রোহমূলক উদ্দেশ্য আছে বলে মনে করা হয়। এর মধ্যে ক্ষোভ বা অসন্তোষ প্রকাশ করা, অসন্তোষের অনুভূতি প্রচার করা এবং সহিংসতাকে উস্কে দেয়ার মতো ব্যাপারগুলো অন্তর্ভুক্ত। এই অপরাধে সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

বাজার দর

SENSEX : 65387.16 +555.75
NIFTY : 19435.30 +181.50

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
31.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .05 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .30 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

কয়েকশো কোটি ডলারের খনিচুক্তি স্বাক্ষর করল তালিবান

কাবুল (এজেন্সী) ঃ আফগানিস্তানের তালিবান বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছে যে, তারা চীন, ইরান, তুরস্ক ও ব্রিটেনের কোম্পানিগুলির সাথে ৬৫০ কোটি ডলার মূল্যের খনিচুক্তি স্বাক্ষর করেছে। খনি ও পেট্রোলিয়াম বিষয়ক তালিবান মন্ত্রী শাহাবুদ্দিন দিলাওয়ার বলেন, সাতটি চুক্তির মধ্যে রয়েছে, আফগানিস্তানের চার প্রদেশ যথা তাখার, ঘোর, হেরাত ও লোগার থেকে সোনা, তামা, লোহা, সীসা ও দস্তা উত্তোলন ও তার প্রক্রিয়াকরণ ঘটানো। এই স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি জাতীয় টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়। আফগান কর্তৃপক্ষ দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন নেটো সৈন্যদের প্রত্যাহারের দ্বিতীয় বার্ষিকী উদযাপন করে। তৎকালীন বিদ্রোহী তালিবানের সাথে প্রায় ২০ বছর যুদ্ধের পর এই সেনাপ্রত্যাহার করা হয়। দিলাওয়ার বলেন, বৃহস্পতিবার স্বাক্ষরিত এই সাতটি চুক্তি আফগানিস্তানে মোট ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ৭০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ নিয়ে আসবে এবং হাজার হাজার চাকরির সুযোগ তৈরি করবে। এই মন্ত্রী জানান, তাখারে স্বর্ণ উত্তোলনের জন্য একটি চীনা কোম্পানিকে দেওয়া চুক্তি তালিবান সরকারকে পাঁচ বছরের আয়ের ৬৫ শতাংশ এনে দেবে। দিলাওয়ার বলেন, হেরাতে লোহা আকরিক খনন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য তুর্কি, ইরানী ও ব্রিটিশ বিনিযাগে জড়িত অন্যান্য চুক্তিগুলি ৩০ বছরের মধ্যে সরকারকে ১৩ শতাংশ শেয়ার অর্জনে সাহায্য করবে। তিনি বলেন, এটি ধীরে ধীরে আফগানিস্তানকে লোহা রপ্তানিকারক দেশে পরিণত করবে। ২০২১ সালের আগস্টে তালিবান পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর দেশটির উপর আরোপিত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ করে সংশয়বাদীরা চুক্তির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আফগানিস্তানের খনি ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের সাবেক কর্মকর্তা তামিম আসি এক্স (ট্যুইটার)-এ লেখেন, আফগানিস্তানের আর্থিক ও ব্যাঙ্কিং খাত প্রায় অচল এবং অকেজো হয়ে পড়েছে। তাই, কোনো আর্থিক লেনদেন বা এর মূল্য নেই। তার যুক্তি, এই ধরনের খনিচুক্তি পরিচালনা ও তদারকি করার জন্য প্রযুক্তিগত আইনি নীতিগত সক্ষমতার অভাব রয়েছে আফগান মন্ত্রকের। আসি বলেন, খনি বিষয়ে আইনি ও নীতিগত পরিকাঠামো শুধু অস্পষ্টই নয়, প্রায় নেই বললেই চলে। এই শাসকের কোনও সংবিধানই নেই। এই বছরের শুরুতে, এক চীনা সংস্থা তালিবান প্রশাসনের সাথে একটি তেল উত্তোলন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বেইজিং ইদানীং আফগানিস্তানের লিথিয়াম খনিতে বিনিযাগে আগ্রহ দেখিয়েছে।

৪২ বার কোপ মেরে খুন, অপরাধীর ফাঁসি

নয়া দিল্লি ঃ ২০২২ সালের ২ মে সুতপা চৌধুরীকে ৪২টি কোপ মেরে খুন করে সুশান্ত চৌধুরী। তার ফাঁসির সাজা হলো।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ হলো, বিরল থেকে বিরলতম শাস্তির ক্ষেত্রেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায়। বহরমপুরের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক মনে করেছেন, সুতপাহত্যাকাণ্ডও ছিল এই ধরনের অপরাধ।

বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখে মেসে ফিরছিল বহরমপুর কলেজের প্রাণিবিজ্ঞানের ছাত্রী সুতপা। ভর সন্ধ্যায় মেসের সামনে তার উপর চড়াও হয় সুশান্ত। ধারালো অস্ত্র দিয়ে সুতপার শরীরে ৪২ বার কোপ মারে। তারপর সে পিস্তল হাতে নেয়। গোরাবাজারের মতো জায়গায় কেউ সাহস করে এগিয়ে আসেননি। তারপর পাঁচিল টপকে পালায় সুশান্ত। পোশাক বদল করে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে সুশান্তকে।

খুব কাছ থেকে সুশান্তকে খুন করতে দেখেছিল দুইজন। তারা সাক্ষ্য দিয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ ছিল। মোবাইল ক্যামেরায় ভিডিও নেয়া হয়েছিল। পুলিশ সেই সব দেখে মামলা সাজায়। আদালতে তা পেশ করে। সুশান্তর মোবাইলের টাওয়ার লোকেশনও পেশ করা হয়। সুশান্ত যে দোকান থেকে অস্ত্রটি কিনেছিল, সেই দোকানের কর্মচারীও তা চিহ্নিত করে। যে পিস্তলটি তার হাতে ছিল, সেটি খেলনা পিস্তল। ই কমার্স সংস্থা থেকে আনানো। সেই ডেলিভারি ম্যানও সাক্ষ্য দেন।

বিচারক যখন ফাঁসির সাজা শোনাচ্ছেন, তখন সুতপার বাবা চিৎকার করে ওঠেন, সুতপা, সুতপা মা রে। পরে তিনি বলেন, তার মেয়ের আত্মা শান্তি পাবে। তবে তার মা বলেন, যেভাবে যন্ত্রণা দিয়ে তার মেয়েকে মারা হয়েছে, তেমনভাবেই সুশান্তর মৃত্যু হওয়া উচিত।

সুশান্তের বাড়ির মানুষদের বক্তব্য, টাকাপয়সা ও নাটকের কাছে তাদের হেরে যেতে হলো।

তবে এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আবেদন জানানো যাবে।

নিয়োগ হলেন ভারতীয় রেলের প্রথম মহিলা সিইও

নয়া দিল্লিঃ ভারতীয় রেলের প্রথম মহিলা সিইও এবং চেয়ারপার্সন হলেন জয়া ভার্মা সিনহা। এই পদে কোনও মহিলার নিয়োগ ভারতীয় রেলের ১১৮ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম। বৃহস্পতিবার ৩১ অগাস্ট রেল মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে রেল বোর্ডের প্রথম মহিলা চেয়ারপার্সনের নাম প্রকাশ করা হয়। এদিন এক বিবৃতিতে রেল মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ক্যাবিনেটের অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিটি রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সিইও পদে জয়া ভার্মা সিনহার নাম অনুমোদন করেছে।

রেল বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান অনিল কুমার লাহোতি। ৩১ অগাস্ট তিনি ওই পদ থেকে অবসর নিচ্ছেন। শুক্রবার অর্থাৎ ১ সেপ্টেম্বর তার জায়গায় দায়িত্ব নেবেন জয়া। ১৯৮৮ সালে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ট্রাফিক সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন জয়া। চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর উত্তর রেলওয়ে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে এবং পূর্ব রেলওয়েতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী এই ছাত্রীর।

রেল বোর্ড সূত্রের খবর, ২০২৪ সালের ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত এই পদে থাকবেন তিনি। তবে চলতি বছরের ১ অক্টোবরে অবসর নেওয়ার কথা জয়া ভার্মা সিনহার। নতুন পদের মেয়াদ পর্যন্তই তিনি যাতে দায়িত্ব সামলাতে পারেন তাই মাঝপথে তাকে পুনর্নিযাগে করা হবে বলে রেল বোর্ড সূত্রের খবর। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ওড়িশার বাহানাগাতে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল প্রায় ৩০০ মানুষের। ওই সময় একা হাতে মিডিয়ার চাপ সামলে ছিলেন জয়া।

আমিনির মৃত্যুবার্ষিকীর আগে ইরানে ধরপাকড় বৃদ্ধি, বলছেন কর্মীরা

তেহরান ঃ মাহসা আমিনির মৃত্যুর এক বছর পূর্তিকে সামনে রেখে ইরানে অভিযান চলছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, প্রচারক এবং গত বছরের বিক্ষোভে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত ব্যক্তিদের আত্মীয়দের তারা গ্রেপ্তার করছে। সক্রিয়কর্মীরা একথা জানায়। ২০২০ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর পুলিশ হেফাজতে ইরানি কুর্দি নারী মাহসা আমিনির (২২) মৃত্যু কয়েক মাসের প্রলম্বিত বিক্ষোভের জন্ম দেয়। বিক্ষোভে ইরানের ইসলামী ব্যবস্থার অবসানের আহ্বানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাহসা আমিনিকে নারীদের জন্য প্রযোজ্য কঠোর পোশাক নীতির লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। বিক্ষিপ্ত বিক্ষোভ সত্ত্বেও সরকারের একটি হামলার পর বিক্ষোভ অনেকাংশে হ্রাস পায়। জাতিসংঘের মতে, ওই হামলায় হাজার হাজার বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়। সক্রিয় কর্মীদের মতে, ওই হামলায় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে কয়েক শ মানুষ নিহত হয়েছে। হিউম্যান রাইটস এক্টিভিস্ট নিউজ এজেন্সি বা এইচআরএএনএর মতে, গত বছর বিক্ষোভের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোর মধ্যে একটি গিলান প্রদেশে ১১ জন নারী অধিকার কর্মীকে আটক করা হয়েছিল। এদিকে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, আন্দোলনের দমনপীড়নে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদেরকে তাদের প্রিয়জনের ভাগ্যের বিষয়ে নীরবতা এবং দায়মুক্তি প্রয়োগ উদ্দেশ্যে নির্বিচারে গ্রেপ্তার এবং আটক করা হয়েছে। এদিকে নরওয়ে ভিত্তিক ইরান হিউম্যান রাইটস বলেছে, এই বছর ইরানে ৪৮৬ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। সমাজে ভীতি সৃষ্টি করা এবং আরও বিক্ষোভ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে এই মৃত্যুদণ্ডগুলো কার্যকর করা হয়েছে।

ঘামি সতর্ক করে যে, হামলার মুখে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নীরবতা সুশীল সমাজেরমুখ বন্ধ রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে অনুমোদন দেয়ার সমতুল্য যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

ক্ষতিগ্রস্ত চারটি সামরিক পরিবহন বিমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে

রাশিয়া বলেছে তারা মস্কোর কাছে ইউক্রেনের ড্রোন ভূপাতিত করেছে

রাশিয়ার আক্রমণকে বসন্তের পর থেকে সর্ববৃহৎ আক্রমণ বলে অভিহিত করেছে।

মস্কো ঃ বৃহস্পতিবার রাশিয়ার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দেশটির বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী মস্কোর দিকে নিক্ষেপ করা ইউক্রেনের একটি ড্রোন ভূপাতিত করেছে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, ভসক্রেসেনস্কি জেলায় ড্রোনটি ধ্বংস করা হয়েছে। মস্কোর মেয়র সের্গেই সোবিয়ানিন টেলিগ্রামে বলেন, হতাহতের বা ক্ষয়ক্ষতির কোনো খবর পাওয়া যায়নি। বুধবার ইউক্রেন, এস্তোনিয়া এবং লাটভিয়ার সাথে রাশিয়ার সীমান্তের কাছে একটি বিমানবন্দরে আঘাত করাসহ রাশিয়ার ছয়টি অঞ্চলকে লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা শুরু করে। রাশিয়ার বার্তা সংস্থা টাস জরুরি পরিষেবা কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, ওই ড্রোনটি বিশাল একটি অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করেছে এবং চারটি সামরিক পরিবহন বিমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বিমানগুলো ভারী যন্ত্রপাতি এবং সেনা বহন করতে সক্ষম। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দমিত্রি পেসকভ বলেন, রাশিয়ার সামরিক বাহিনী ভবিষ্যতে এই পরিস্থিতি রোধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কীভাবে এটি করা হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বিশ্লেষণ করবে। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বলেন, ইউক্রেন বিদেশী সহায়তার ওপর নির্ভর করছে কারণ ড্রোনগুলো পশ্চিমা স্যাটেলাইটের যথাযথ গবেষণা করা তথ্য ছাড়া এত দূরত্বে উড়তে সক্ষম হবে না।

এদিকে মস্কোর বাহিনী কিয়েভকে ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করেছিল। ইউক্রেনের কর্মকর্তারা এটিকে একটি বিশাল, সম্মিলিত আক্রমণ হিসেবে অভিহিত করেছে। এর ধ্বংসস্তূপ পড়ে দুজন মানুষ নিহত হয়।

এমনকি ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা ২০টির বেশি ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্রকে গুলি করে ভূপাতিত করার পরও কিয়েভের সামরিক প্রশাসনের প্রধান সের্গেই পপকো ইউক্রেনের রাজধানীতে

আসানসোল মহাবীর স্থান মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রী রাম কথা প্রচারের আয়োজন করা হয়েছে

আসানসোল ঃ ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ সেপ্টেম্বর, আসানসোলের বড় পোস্ট অফিস, জিটি রোডের কাছে মহাবীর স্থান মন্দির কমপ্লেক্সে শ্রী রাম কথা প্রচারের আয়োজন করা হয়েছে। এই ৯ দিনের শ্রী রাম কথা বক্তৃতায় কথা পাঠ করবেন কথা ব্যাস শ্রী শ্রী রাম মোহন জি মহারাজ। এই পাঠ প্রতিদিন বিকাল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত হবে। শুক্রবার শুরু হয়েছে শ্রী রামকথা। সম্মিলিত হোস্টদের দ্বারা মহাবীর স্থান মন্দিরে হনুমান জিকে রাম চরিত্র মানস দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তুলসী গাছের পুজো হত। পূজা শেষে গান বাজনা সহ শোভাযাত্রা বের করা হয়।শোভাযাত্রায় বেনারস থেকে আগত গল্পকার শ্রী শ্রী রামমোহন জি মহারাজ গাড়িতে চড়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেন। একই সময়ে, বিকাশ কেদিয়া (পুত্র বিনোদ কেদিয়া) অন্যান্য হোস্টদের সাথে মূল হোস্ট হিসাবে ভুট্টার সাথে জড়িত ছিলেন। একই সময়ে, ২৫১ জন মহিলা তাদের মাথায় একটি পাত্রে একটি তুলসী গাছ বহন করে দুটি বড় পতাকা এবং ৫০টি ছোট পতাকা নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি মহাবীর স্থান মন্দির থেকে শুরু হয়ে জিটি রোড, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন মোড়, হাটন রোড মোড় হয়ে মন্দিরে এসে শেষ হয়। অরুণ শর্মা, বিনোদ কেদিয়া, মহেশ শর্মা, সজ্জন ভূত, প্রেমচাঁদ কেশরী, মুন্না শর্মা, মুকেশ শর্মা, বিমল জালান, আনন্দ পারেক, অভিষেক কেদিয়া, মনীশ ভগত, অভিষেক ভগত, রাজু শর্মা, সঞ্জয় শর্মা, মুন্সিলাল শর্মা, প্রকাশ আগরওয়াল, শশী দুবে। , অক্ষয় শর্মা, অজিত শর্মা, রাজকুমার কেরওয়াল, নিরঞ্জন পণ্ডিত, জগদীশ পণ্ডিত, শ্যাম পণ্ডিত, বিদ্যার্থী পণ্ডিত, বজরং শর্মা, রৌনক জালান, দীপক গুপ্ত, আশীষ ভগত এবং কালাশ ও তুলসী গাছ সহ শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গল্পের জায়গায় স্থাপন করেছিলেন। অন্যদিকে, হাটন রোডের মোড়ের কাছে, রাষ্ট্রীয় মাড়োয়ারি সেবা সংঘের সদস্যরা মিছিলে জড়িত ভক্তদের মধ্যে ফলমূল, ঠান্ডা ঠান্ডা বন্ধ বোতল পরিবেশন করেন। শোভাযাত্রায় জড়িত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ হিসেবে ভোগ পরিবেশন করা হয়। এই প্রসঙ্গে, মহাবীর স্থান সেবা সমিতির সম্পাদক অরুণ শর্মা বলেছেন যে মহাবীর স্থান সেবা সমিতির উদ্যোগে ৯ দিনের শ্রী রাম কথা বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে কথ্য ব্যাস শ্রী শ্রী রাম মোহন জি মহারাজ গল্প পাঠ করবেন। , এরপর একই দিনে বিকাল ৫টা থেকে শ্রী রাম কথা পাঠ শুরু হবে এবং মঙ্গলাচরণের আয়োজন করা হবে। ২রা সেপ্টেম্বর সতীচরিত্র, ৩রা সেপ্টেম্বর শিব বিবাহ, ৪ সেপ্টেম্বর রাম জনম কথা, ৫ সেপ্টেম্বর বাল লীলা ও রাম বিবাহ, ৬ সেপ্টেম্বর বনবাস পর্ব, ৭ সেপ্টেম্বর ভারত চরিত্র, ৮ সেপ্টেম্বর সুন্দরকাণ্ড এবং ৯ সেপ্টেম্বর শবরী মিলন। আর আবৃত্তি করা হবে রাম রাজ্য অভিষেকের গল্প। তিনি আসানসোলের সমস্ত বাসিন্দাকে এই শুভ অনুষ্ঠানের অংশ হতে এবং এই নয় দিনে শ্রী রাম কথা পাঠ উপভোগ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, এই নয় দিনে গল্প আবৃত্তির সময় কেউ যদি গল্পের স্থানে তার প্রয়াত পিতামাতার ছবি রাখতে চান তাহলে তিনি কমিটির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তিনি সকলকে এই গল্প পাঠে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, এটি একটি সর্বজনীন গল্প পাঠ। যাতে সবাই স্বাগত জানায়। আসানসোলের শুভ কামনা, সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য রাম কথার আয়োজন করা হচ্ছে। তিনি জানান, এখানে প্রতিদিন প্রসাদ বিতরণের অনুষ্ঠানও রাখা হয়েছে।

সাধারণ মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দিতে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হল দুয়ারে সরকার কর্মসূচি

কলকাতা(সন্ন্যাসী কাউরী) ঃ সাধারণ মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দিতে আবারও পশ্চিমবঙ্গে শুরু হচ্ছে 'দুয়ারে সরকার' শিবির। ১লা সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এই শিবির । সূত্রের খবর এই শিবির চলবে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। গত বৃহস্পতিবার রাতে নবান্ন থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি হয় । সেই বিজ্ঞপ্তি থেকেই জানা যায় দুটি পর্বে এই শিবির অনুষ্ঠিত হবে গোটা বাংলায়। প্রথম পর্ব চলবে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর। এই পর্বে বিভিন্ন প্রকল্পের আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে।। দ্বিতীয় পর্বের শিবিরে চলবে পরিষেবা প্রদানের কাজ। দ্বিতীয় পর্ব চলবে ১৮ ই সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বড়সড় সাফল্যের পর এই শিবিরে আরো নতুন চারটি প্রকল্পকে যোগ করেছে মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ের সরকার। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে স্থায়ী এবং অস্থায়ী দুই ধরনের শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। বিগত দুয়ারে সরকার শিবির গুলি থেকে পশ্চিমবাংলার কয়েক কোটি সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সামাজিক পরিষেবা গ্রহণ করেছেন। সপ্তম দফায় সেই পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে প্রায় এক লক্ষ শিবিরের আয়োজন করা হবে বলে নবান্ন সূত্রের খবর। শিবির কে সফল করতে ব্লক মহকুমা এবং জেলা স্তরে কন্ট্রোল রুম এবং কমিটি গঠন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য ২০২০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি গ্রহণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এই শিবির থেকে উপকৃত হয়েছেন বাংলার কয়েক কোটি মানুষ। আগের মতো এবারেও কৃষক বন্ধু, খাদ্য সাথী, স্বাস্থ্য সাথী, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, তপশিলি বন্ধু, জয় জোহার ভাতা, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভান্ডার সহ বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়া যাবে এই শিবির থেকে।

পুলিশ দিবস পালন সিউড়িতে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ পয়লা সেপ্টেম্বর পুলিশ দিবস । সিউড়ি পুলিশ লাইনে প্যারেড গ্রাউন্ডে প্যারেড করা হয় । পুলিশ দিবস উপলক্ষ্যে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে শহরবাসীকে মিষ্টিমুখ করানো হয় । সচেতনতার লিফলেট বিলি করা হয় । ডিএসপি হেড কোয়ার্টাস মোহতাসিম আক্তার,সিউড়ি আইসি দেবাশীষ ঘোষ সহ পুলিশকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন ।

বিশ্বভারতী মামলায় উপাচার্য সহ চারজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে জাতিবিদ্বেষ মামলাতে পঞ্চান্ন দিনের মাথায় আদালতে ১৪৪ পাতার চার্জশিট জমা পড়ল । বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দোপাধ্যায়,ইন্টারনাল অডিট অফিসার প্রশান্ত ঘোষ,ডেপুটি রেজিস্ট্রার তন্ময় নাগের নাম চার্জশিটে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে । বৃহস্পতিবার একত্রিশে আগস্ট সিউড়ি জেলা আদালতে (এডিজে ফাস্ট কোর্ট) তদন্তকারী অফিসার স্বপনকুমার চক্রবর্তী চার্জশিট জমা করেন । যদিও উপাচার্য সহ মোট তিনজনের হাইকোর্টে রক্ষাকবচ থাকায় পুলিস কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি । তবে চার্জশিটে নাম থাকা ইন্টারনাল অডিট অফিসার প্রশান্ত ঘোষের রক্ষাকবচ না থাকায় আদালতে ওয়ারেন্ট আবেদন করেছেন তদন্তকারী অফিসার এমনই খবর আদালতসূত্রে জানা গিয়েছে । বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক অ্যানড রিসার্চ বিভাগের তৎকালীন ডেপুটি রেজিস্ট্রার প্রশান্ত মোশরাম কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি আটকাতে অপমানজনক মন্তব্য করেছিলেন উপাচার্য সহ চার আধিকারিক । শান্তিনিকেতন থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন প্রশান্ত মোশরাম ।

শোভানগরের প্রধানের এক ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মীকে চাকু মেরে খুনের চেষ্টা

মালদা ঃশোভানগরের প্রধানের এক ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মীকে চাকু মেরে খুনের চেষ্টা আর অভিযোগ উঠল দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে মালদা জেলার ইংরেজ বাজার থানার অন্তর্গত মাদিয়া ঘাট কালী মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। আহত ওই কংগ্রেস কর্মীর নাম মাসরুল মির্জা (৩৯)বছর। বাড়ি ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত ভবানীপুর এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় গতকাল রাত আনুমানিক ০৯৩ঃ০ টা নাগাদ ওই কংগ্রেস কর্মী মাদিয়া ঘাট কালী মন্দির সংলগ্ন এলাকায়তে কয়েকজন দুস্কৃতী তার পথ আটকায় এবং তাকে বেধড়ক মারধর করে, বাধা দিতে গেলে তার পেটে চাকু মারে বলে অভিযোগ। এরপর দুস্কৃতীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ। আহত ওই কংগ্রেস কর্মীকে উদ্ধার করে রাতেই মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আশঙ্কা জনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই কংগ্রেস করবে। রাজনৈতিক কারণেই খোঁজে চেষ্টা না এর পেছনে অন্য কোন কারণ রয়েছে তাও ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

মৃত নাবালকের স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে এবিভিপির রাজ্য স্তরের প্রতিনিধি দল পৌঁছেছে

শিলিগুড়ি ঃ আজ মাটিগাড়াতে নিজের সম্রম রক্ষা করতে গিয়ে দুস্কৃতী আব্বাসের হাতে খুন হওয়া স্কুলছাত্রীর পরিবারের সাথে দেখা করলেন এবিভিপি র রাজ্যস্তরের প্রতিনিধিদল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক শুভব্রত অধিকারী, প্রদেশ ইউনিভার্সিটি ইনচার্জ অভিজিৎ রায়, অঞ্জনি ঠাকুর সহ এবিভিপি প্রদেশ ও জেলা নেতৃত্ব।

বিধানসভা উপনির্বাচনের আগে নাকা চেকিং চলাকালীন বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার

জলপাইগুড়ি ঃ বিধানসভা উপনির্বাচনের আগে নাকা চেকিং চলাকালীন বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার।বুধবার রাতে ধূপগুড়ি ব্লকের নতুন শালবাড়ি চেকপোষ্টে নাকা তল্লাশি চালাচ্ছিল এসএসটি এবং ধূপগুড়ি থানার পুলিশের যৌথ টিম। সেসময় ফালাকাটার দিক থেকে ধূপগুড়ি অভিমুখে আসার সময় একটি আসাম নাম্বার প্লেটের গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালাতে গিয়ে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ টাকা। সেই গাড়িতে মোট সাতজন আরোহী ছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই গাড়ি থেকে নগদ মোট ১৩,৫০,০০০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।যাদের থেকে টাকা উদ্ধার হয়েছে,তারা কেউই বৈধ কোনও নথি দেখাতে পারে নি। সেজন্য উদ্ধার করা টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গাড়িটি অসমের বরপেটা থেকে বিহারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। উদ্ধার হওয়া টাকার সঙ্গে থাকা ব্যক্তিদের সাত দিনের সময় দেওয়া হয়েছে। সাত দিনের মধ্যে তারা যদি জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের দপ্তরে টাকার উপযুক্ত নথি দিতে পারে তাহলে সেই টাকা ফেরত দেওয়া হবে। তবে বিধানসভা ভোটের মুখে এই বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারকে ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে জেলা জুড়ে।

চন্দ্রযানের সাইন্টিস্ট জলপাইগুড়ি যুবক। খুশির হাওয়া এলাকায়।

ইতিমধ্যে রাতেই জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ফুলের তোরা দিয়ে সম্বর্ধনা কৌশিকের মা কে। চাঁদের আকাশে চন্দ্রযান সাফল্য অর্জন করল প্রথম ভারতবর্ষতের ইসরো। তার খুশি অভাস পড়লো জলপাইগুড়িতেও। বাড়ি জলপাইগুড়ি মোহন্ত পাড়া এলাকার ১৯নং ওয়ার্ড কৌশিক নাগ বয়স (২৯) যুবক বএবং সেই কৌশিক নাগ অংশগ্রহণ করছে চন্দ্রযান তিন। সেখানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের কাজে অংশ ছিল। চন্দ্রযান যখন চাঁদের মাটি খুশিতে আত্মহারা কৌশিকের মা সোনালি নাগ ।

খেলাধূলার প্রসার ঘটাতে বিদ্যালয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতা

পাঁশকুড়া (সন্ন্যাসী কাউরী) ঃ গভীর উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শেষ হলো শ্যামসুন্দরপুর পাটনা হাইস্কুলের আন্তঃশ্রেণী ফুটবল প্রতিযোগিতা। বুধবার বিদ্যালয়ের নিজস্ব মাঠে ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনালে অংশ নেয় বিদ্যালয়ের চারটি দল। মূলত ছাত্রদের মধ্যে খেলাধূলার প্রসার ঘটাতে আন্তঃশ্রেণীর ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে শ্যামসুন্দরপুর পাটনা হাইস্কুল। গত ১৬ই আগস্ট এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত জুনিয়র এবং সিনিয়র বিভাগ মিলে মোট ১৬ টি দল এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

বুধবার ছিল ফাইনাল খেলা। ফাইনাল খেলায় জুনিয়র বিভাগে অংশ নেয় অষ্টম শ্রেণীর ক বিভাগ এবং খ বিভাগ। সিনিয়র বিভাগে অংশ নেয় দ্বাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগ এবং কলা বিভাগ। জুনিয়র বিভাগে অষ্টম শ্রেণীর খ বিভাগকে হারিয়ে জয় লাভ করে অষ্টম শ্রেণীর ক বিভাগের ছাত্ররা। অন্যদিকে সিনিয়র বিভাগে দ্বাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগকে ৪-১ গোলে হারিয়ে জয়লাভ করে কলা বিভাগ।

ফাইনাল খেলার উদ্বোধন করেন জেলার বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ লক্ষণ চন্দ্র দাস এবং অমীয় মাজী। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম মোস্তাফা, ক্রীড়া শিক্ষক সুব্রত চক্রবর্তী, প্রবীণ শিক্ষক গৌতম কুমার বোস, ধনঞ্জয় মাইতি, আলোক কুমার ঘোষ, হিরন্ময় জানা, দেবাশীষ পাল সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা। প্রধান শিক্ষক গোলাম মোস্তফা বলেন, শরীর স্বাস্থ্য ও মন ভালো রাখতে হলে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলা প্রয়োজন। বর্তমানে ছাত্রদের মোবাইলের প্রতি আসক্তি বেড়ে যাওয়ার ফলে ছাত্ররা ইদানিং মাঠমুখী হচ্ছে না। মূলত ছাত্রদের মধ্যে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এই আন্তঃশ্রেণী ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন। ফুটবল প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

দার্জিলিংএর পাতাবংএ ভূমিধস, মৃত এক

দার্জিলিং ঃ লাগাতার ভারী বৃষ্টিতে দার্জিলিংয়ে ধস।সোম তাকভর সংলগ্ন পাতাবং এলাকায় ধসের জেরে মৃত্যু হলো একজনের।মৃতের নাম বাবুলাল রাই।ঘটনার পর দমকল ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মাটির নীচ থেকে বাবুলাল রাইয়ের দেহ বাইরে বের করে আনে।বাবুলাল রাইয়ের মৃত দেহ পাঠানো হয়েছে ময়না তদন্তের জন্য। পাহাড়ে এখনও পর্যন্ত একনাগাড়ে চলছে বৃষ্টি। এভাবে বৃষ্টি চলতে থাকলে আরও ধসের আশঙ্কা রয়েছে। ওই এলাকার আরো বেশ কয়েকটি বাড়ি ধসে যাওয়ার আশঙ্কায় ওই সমস্ত বাড়ির সদস্যদের অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছে প্রশাসন। অপরদিকে বাবুলাল রাইয়ের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বর্ষা আসলেই ভোগান্তির শেষ নেই, সমস্যা সমাধানের দাবিতে সরব গ্রামবাসীরা

উত্তর দিনাজপুর ঃ বর্ষা আসলেই ভোগান্তির শেষ নেই চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধোভিটা গ্রামের বাসিন্দাদের।গ্রামবাসীদের অভিযোগ জলনিকাশি ব্যবস্থা না থাকার কারণে এই সমস্যা চলে আসছে বছরের পর বছর।জানা গিয়েছে চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধোভিটা গ্রাম। এই গ্রামে প্রায় কয়েকশো পরিবারের বসবাস রয়েছে। বর্ষা আসলে এই গ্রামে বাসিন্দাদের ভোগান্তির শেষ নেই। বর্ষার সময় জলমগ্ন হয়ে পড়ে গোটা গ্রাম। রাস্তা ঘাট,বাড়ির উঠোন থেকে শুরু করে রান্না ঘর সব জায়গায় বর্ষার জলে জলমগ্ন হয়ে পড়ে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ জলনিকাশি ব্যবস্থা না থাকার কারণে বছরের পর বছর এই সমস্যায় ভুগছেন তারা। বারবার স্থানীয় পঞ্চায়েতে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। তাই এবার জলনিকাশি ব্যবস্থা করে সমস্যার সমাধানের দাবি তুলেছেন গ্রামবাসীরা।অন্যদিকে এই বিষয়ে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নরেশ চন্দ্র সিংহ কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই এই সমস্যা রয়েছে সেখানে। আমরা সেই গ্রামে গিয়ে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করবো বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

মিজোরামে নির্মীয়মান রেল ব্রিজ ভেঙে মৃত্যু হল মালদার কমপক্ষে ২৫ জন শ্রমিক নিহত, নিখোঁজ রয়েছে অনেক শ্রমিক

মালদা ঃ মিজোরামে নির্মীয়মান রেল ব্রিজ ভেঙে মৃত্যু হল মালদার অনেক শ্রমিকের। জেলা প্রশাসনের একটি সূত্র অনুযায়ী, এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ২৫ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এখনো নির্মীয়মান ভেঙে পড়া ব্রিজের তলায় অনেক শ্রমিকের দেহ চাপা পড়ে থাকতে পারে বলে মনে করছে প্রশাসন। ফলে নিখোঁজ রয়েছে অনেক শ্রমিক। মৃত এবং নিখোঁজ থাকা প্রত্যেক শ্রমিকের বাড়ি মালদার বিভিন্ন এলাকায় । বুধবার সকাল দশটা নাগাদ মিজোরামে এই দুর্ঘটনার পর দুপুর বারোটায় সেই শোক সংবাদ মালদার বিভিন্ন গ্রামে পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে। ইতিমধ্যে মালদা জেলা প্রশাসন মৃত এবং মিজোরামে কাজ করতে যাওয়া সেইসব শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা শুরু করেছে। পাশাপাশি এই দুর্ঘটনার ব্যাপারে টুইট করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। মালদার জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় কতজন শ্রমিক হতাহত হয়েছে, সে ব্যাপারে পরিষ্কার কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে মিজোরামের যে এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে সেখানকার জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে বিশদ তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। পুলিশ, প্রশাসন এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল দশটা নাগাদ মিজোরাম রাজ্যের আইজল শহর থেকে ২১ কিলোমিটার দূরে নির্মীয়মান একটি রেল ব্রিজ আচমকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ওই রেলব্রিজের উচ্চতা কলকাতার শহীদ মিনারের থেকেও অনেক বেশি। তাতেই অনেক উঁচু থেকে নিচে রেল ব্রিজে নির্মীয়মান সামগ্রী ভেঙ্গে পড়ায় অসংখ্য শ্রমিকের মৃত্যুর হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সরকারি এবং বেসরকারি সূত্র অনুযায়ী এখনো পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ২৫ জন। এই মৃত্যুর সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলেও মনে করছে অনেকেই। মৃতেরা প্রত্যেকেই মালদা জেলার ইংরেজবাজার ব্লকের নরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েত, বিনোদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। পাশাপাশি মালদার চাঁচল মহকুমার রতুয়া ২ ব্লকের পুকুরিয়া থানার অন্তর্গত কাতলামারি এলাকার বাসিন্দা রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন মিজোরামের ওই নির্মীয়মান রেল ব্রিজে প্রায় ৫০ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। যাদের মধ্যে অধিকাংশ শ্রমিকের বাড়ি মালদায়। এরা গত দুইমাস আগে মিজোরামে গিয়েছেন কাজের জন্য । দুর্ঘটনার পরেই এখন হু হু করে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। ইতিমধ্যে মালদা জেলা প্রশাসন মিজোরাম সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে। পুখুরিয়া থানার অন্তর্গত কাতলামারী এলাকার বাসিন্দা মৃত শ্রমিক সারিকুল শেখের (২৭) এক আত্মীয় এমাদুল শেখ জানিয়েছেন, দুইমাস আগেই আমার ভাই মিজোরামে কাজ করতে গিয়েছিল। এদিন সকালে মোবাইলে খবর আসে দুর্ঘটনায় ওর সঙ্গে আরও অনেকেই মারা গিয়েছেন। দুর্ঘটনার পর মৃতদের নিথর দেহের ছবি মোবাইলে তুলে পাঠিয়েছে মিজোরাম থেকে। একইভাবে পুখুরিয়া থানা এলাকা থেকে মিজোরামে কমপক্ষে ৩০ জন শ্রমিক কাজ করতে গিয়েছিলেন। এছাড়াও ইংরেজবাজার ব্লকের নরহাট্টা ও বিনোদপুর থেকে অনেক শ্রমিক গেছে কাজ করতে। দুর্ঘটনার পর এখনো অনেকের দেহ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এত বড় দুর্ঘটনা কিভাবে ঘটলো কিছুই বুঝতে পারছি না । আমরা চাই রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার মৃতদের পরিবারের পাশে থেকে সহযোগিতা করুক। প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার ব্লকের নরহাট্টা এবং বিনোদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তত ১০ জন শ্রমিক মিজোরামে গিয়েছিলেন কাজ করতে। এবং পুখুরিয়া থানার অন্তর্গত কাতলামারী সহ আরো বেশ কয়েকটি এলাকার অন্তত ৩০ জন শ্রমিক কাজ করতে গিয়েছেন। এখনো পর্যন্ত কতজন শ্রমিক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে তা পরিষ্কার করে বলা যাচ্ছে না। অতিরিক্ত জেলাশাসক বৈভব চৌধুরী জানিয়েছেন, মিজোরামের দুর্ঘটনার পর মালদার মৃত শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমবেদনা জানিয়েছি। রাজ্য প্রশাসন মৃত এবং আহত শ্রমিকদের পরিবারের পাশে রয়েছে । তাদের সব রকম ভাবে সহযোগিতার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির প্রমোদনগর এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বৃহস্পতিবার বিকেলে। জানা গিয়েছে মৃত ব্যক্তির নাম সুশীল সরকার তিনি ফালাকাটা এলাকার বাসিন্দা তবে শিলিগুড়ির প্রমোদনগর এলাকায় একটি বাড়িতে দেখাশোনার জন্য স্ত্রীর সঙ্গে সেখানেই থাকতেন। জানা গিয়েছে এই দিন ওই ব্যক্তি রেল লাইন দিয়ে যাবার সময় আচমকায় পিছন দিকে রাজেন্দ্রনগর এক্সপ্রেস ট্রেন এসে ব্যক্তিকে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। পরে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুকুরে ডুবে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির

ময়নাগুড়ি ঃ গভীর রাতে বাইক থেকে পড়ে গিয়ে পুকুরে ডুবে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। জানাযায় মৃত ব্যক্তির নাম অরবিন্দ রায় (৫৫)। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে স্থানীয়দের চেষ্টা পুকুরে খোঁজখবর শুরু করলে আনুমানিক নয়টা নাগাদ মৃতদেহ উদ্ধার করে স্থানীয়রা। এদিকে ময়নাগুড়ি থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যান। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পেশায় দুধ বিক্রেতা ছিলেন অরবিন্দ রায়। বুধবার টেকাটুলিতে দুধ বিক্রি করে বাড়ি ফেরার পথে রাত আনুমানিক বারোটা নাগাদ দ্বরিকামারি কাঠালতলী এলাকার এক পুকুরে পড়ে যান। রাস্তায় মোপেট গাড়িটি পড়ে থাকে এবং পুকুরে ভাসে জুতো। তাই দেখে স্থানীয়রা অনুমান করেন পুকুরে পড়ে যাওয়ার বিষয়টি। এরপর রাতে লোকজন খোঁজ খবর শুরু করলেও কোনো রকম সন্ধান পাওয়া যায়নি। অবশেষে বৃহস্পতিবার অনুমান বশত সকাল থেকেই পুকুরে চলে তল্লাশি। দীর্ঘক্ষণ স্থানীয়দের চেষ্টায় অবশেষে সকাল আনুমানিক নয়টা নাগাদ পুকুর থেকে দেহ উদ্ধার করেন। পরে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান। পুলিশ জানিয়েছেন, মৃতদেহটি আজ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মর্গে পাঠানো হবে।

দুঃসাহসিক চুরি ধুপগুড়ির কালিহাট এ

জলপাইগুড়িঃ রাতের অন্ধকারে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটলো ধুপগুড়ির কালিরহাট এলাকায়। জানা গিয়েছে , এলাকার বাসিন্দা কমলাকান্ত রায়ের বাড়িতে গতকাল গভীর রাতে নগদ ৫০০০ টাকা সহ প্রায় তিন লক্ষ টাকার গহনা নিয়ে চম্পট দেয় চোর। পরিবারের সদস্যরা বলেন, গতকাল বুধবার হঠাৎ করে বাড়ির সকল সদস্য দিনের বেলা ও রাতেও তারা অধিকাংশ সময় নিদ্রাচ্ছন্ন ছিল। পরবর্তীতে বৃহস্পতিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পারে পিছনের দরজা ভাঙ্গা ও ঘরের আলমারি তছনছ অবস্থায় রয়েছে। খোয়া গেছে প্রায় তিন লক্ষ টাকার সোনার গহনা ও নগদ ৫ হাজার টাকা । এদিন সকালে ধুপগুড়ি থানা থেকে পুলিশ গিয়ে ঘটনা পরিদর্শন করে আসে। যদিও সংবাদ লেখা পর্যন্ত পরিবারের তরফে ধুপগুড়ি থানায় কোন অভিযোগ জানানো হয়নি বলে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

বাংলাদেশকে এবার ১০০ মিলিয়ন ডলার ফেরত দিলো শ্রীলঙ্কা

কোলম্বোঃ অর্থনৈতিক সংকটের সময় বাংলাদেশ থেকে নেয়া ২০০ মিলিয়ন ডলার ঋণের দ্বিতীয় কিস্তিতে ১০০ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করেছে শ্রীলঙ্কা।

শুক্রবার সংবাদমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক। তিনি জানান, ৩১ আগস্ট (বৃহস্পতিবার) রাতে দ্বিতীয় কিস্তিতে শ্রীলঙ্কা ১০০ মিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছে। এই অর্থ বুঝে পেয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর আগে, চলতি বছরের ১৭ আগস্ট ঋণের প্রথম কিস্তিতে ৫০ মিলিয়ন ডলার ফেরত দিয়েছিল অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পড়া দক্ষিণ এশিয়ার দেশটি। চলতি মাস, অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শ্রীলঙ্কা পুরো অর্থ পরিশোধ করবে বলে আশা করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ২০২১ সালের আগস্টে মুদ্রা বিনিময় চুক্তিতে এই ঋণ নিয়েছিল দেশটি। কথা ছিল, তিন মাসের মধ্যে পরিশোধ করবে পুরো অর্থ। ২০২১ সালে শ্রীলঙ্কাকে তিন কিস্তিতে এই ঋণ দিয়েছিল বাংলাদেশ। ১৯ আগস্ট প্রথম কিস্তিতে ৫০ মিলিয়ন ডলার, ১১ দিন পর দ্বিতীয় কিস্তিতে ১০০ মিলিয়ন ডলার এবং সেপ্টেম্বরে আরও ৫০ মিলিয়ন ডলার দিয়েছিল বাংলাদেশ। ২০২১ সালে নেওয়া এ ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ছিল গেল বছরের মে মাস পর্যন্ত। কিন্তু বৈদেশিক ঋণের চাপে জর্জরিত শ্রীলঙ্কাকে সময়ের মধ্যে ঋণপরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। পরে দেশটির অনুরোধে ২০২২ সালে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।

তথ্যমন্ত্রীর এমপি পদ বাতিল চেয়ে ৫৫ নারী আইনজীবীর চিঠি

ঢাকা ঃ 'নারীদের বিরুদ্ধে অসম্মানজনক, অশোভন ও মানহানিকর বক্তব্য দেওয়ার' অভিযোগে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সংসদ সদস্য পদ বাতিলের দাবি জানিয়েছেন ৫৫ জন নারী আইনজীবী। বিএনপির নারী নেত্রীদের নিয়ে 'অসম্মানজনক ও মানহানিকর বক্তব্য' দেয়ার মাধ্যমে হাছান মাহমুদ সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন বলে অভিযোগ তাদের। ৩১ আগস্ট (বৃহস্পতিবার) জাতীয় সংসদের স্পিকারকে দেয়া চিঠিতে ১১ আগস্ট এক সভায় তথ্যমন্ত্রীর দেয়া বক্তব্যকে 'ভিত্তিহীন, অনৈতিক, অশোভন, লিঙ্গ সংবেদনশীল ও দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক' বলে উল্লেখ করেন তারা। তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদের দেয়া বক্তব্য সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সংঘর্ষপূর্ণ বলে মনে করেন স্পিকারকে চিঠি লেখা ৫৫ নারী আইনজীবী । সমগ্র বিশ্ব যখন নারীর ক্ষমতায়নের দিকে জোর দিচ্ছে সে মুহূর্তে সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রীর কাছ থেকে এ ধরণের বক্তব্য কোনোভাবেই গ্রহনযোগ্য নয় বলে মত প্রকাশ করেন তারা।

রাশিয়াকে লক্ষ্য করে ইউক্রেনের দূরপাল্লার অস্ত্র

ইউক্রেন ঃ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি জানালেন, তারা দূরপাল্লার অস্ত্র মোতায়েন করেছেন। এখন কাজ হলো, এর সংখ্যা বাড়ানো। জেলেনস্কি বলেছেন, ইউক্রেন এমন অস্ত্র মোতায়েন করেছে, যা সাতশ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে। নাম না করলেও তাদের লক্ষ্য যে রাশিয়া তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। সম্প্রতি রাশিয়ার উপর একাধিক ড্রোন হামলা হয়েছে। স্কভে বেশ কয়েকটি সামরিক পরিবহন বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে রাশিয়া জানিয়েছে। তখনই বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছিলেন, ইউক্রেন যুদ্ধের কৌশল বদল করেছে। তারা এবার রাশিয়ার উপর আরো বেশি আক্রমণ শানাতে চাইছে। এবার দূরপাল্লার অস্ত্রের কথা বলে সেই ইঙ্গিতই দিলেন জেলেনস্কি। এই অস্ত্র ইউক্রেনেই তৈরি হয়েছে। কিন্তু আর কোনো বিস্তারিত খবর দেয়া হয়নি।
জেলেনস্কি টুইট করে বলেছেন, ''আমাদের হাতে সাতশ কিলোমিটার পাল্লার অস্ত্র এসে গেছে। এখন লক্ষ্য, এর সংখ্যা বাড়ানো।'' রাশিয়া জানিয়েছে, স্কভে শুক্রবার সকালেও তাদের এয়ার ডিফেন্স ব্যবস্থা একটি অজানা জিনিসকে নিষ্ক্রিয় করেছে। স্কভ ইউক্রেন থেকে ঠিক সাতশ কিলোমিটার দূরে। ইউক্রেনের পশ্চিমা বন্ধু দেশগুলি তাদের অস্ত্র দেয়ার আগে বলে দিয়েছে যে, সেই অস্ত্র তারা রাশিয়ার এলাকায় ব্যবহার করতে পারবে না। তবে গত একমাস ধরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ড্রোন হামলা করছে ইউক্রেন। মস্কোসহ বিভিন্ন শহরে তারা এই হামলা চালিয়েছে। থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ইন্টারন্যশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিস গত সপ্তাহে জানিয়েছে, ইউক্রেন রাশিয়ার সেনাদের মনোবল ভাঙতে চাইছে। রাশিয়ার কম্যান্ডারদের উপর বাড়তি চাপ তৈরি করতে চাইছে। ইউক্রেনের সেনা ঝাপোরিজ্জিয়াতে বেশ কিছুটা এগোতে পেরেছে। এরপর তারা সবদিক থেকে রাশিয়াকে চাপে রাখতে চাইছে।

আমস্টারডামে রাতের আকর্ষণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিতর্ক

আমস্টারডাম ঃ পর্যটকদের কাছে আমস্টারডাম শহরের নানা আকর্ষণ। কিন্তু তাদের বেড়ে চলা সংখ্যার কারণে ব্যবসায়ীদের পোয়াবারো হলেও স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবন কঠিন হয়ে পড়ছে। পৌর কর্তৃপক্ষ ও নাগরিক উদ্যোগ নিয়ে স্বার্থের সংঘাত বাড়ছে। আমস্টারডামের 'রেড লাইট' এলাকায় শুক্রবার রাত দশটার সময়েও ব্যস্ততা। স্থানীয় বাসিন্দা এল্‌স ইপিং লক্ষ্য রাখছেন, কেউ বেয়াদপি করছে কিনা। তিনি পর্যটকদের ভিড় আর সহ্য করতে পারেন না। তিনি বলেন, ''এটা আমস্টারডামের মধ্যযুগীয় কেন্দ্রস্থল। এটা শহরের সবচেয়ে সুন্দর অংশ, একেবারে ডিজনিল্যান্ড। কিন্তু সেই ডিজনিল্যান্ডে জানালার পেছনে নগ্ন নারী ও মাদকসেবি পর্যটক থাকে। আমরা সেটা সহ্য করতে পারি না।'' শহর কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যেই পর্যটকদের জন্য পার্টির রমরমা কমাতে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশেষ করে ব্রিটেনের মানুষদের জন্য 'স্টে অ্যাওয়ে' স্লোগান দিয়ে এক অভিযান শুরু করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ সেইসঙ্গে বার ও যৌনপল্লি রাতের আগেই বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে এবং সেই এলাকায় গাঁজা সেবন নিষিদ্ধ করেছে। সেই এলাকায় এমন নির্দেশিকা স্পষ্ট শোভা পাচ্ছে। শহরের পরিস্থিতি শান্ত করার উদ্যোগ নিয়ে সংশয় নেই। তবে রাতের হইহুল্লোড়ের উপর নির্ভর করে যারা উপার্জন করেন, তাদের অবস্থা আরও কঠিন হয়ে উঠছে। যেমন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক যৌনকর্মী। তাঁর মতে, আগের তুলনায় তিন ঘণ্টা আগে যৌনপল্লি বন্ধ করার কারণে সমস্যা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, ''আমরা আয়ের একটা বড় অংশ হারিয়েছি। সেই ক্ষতি পূরণ করতে আরও মেয়ে পথে নেমে গ্রাহক খুঁজে বাসায় আনার চেষ্টা করছে। সেটা সত্যি বিপজ্জনক। কয়েক বছর আগে এক যৌনকর্মীকে এমন মারধর করা হয়েছিল, যে সে এখনো কোমায় রয়েছে।'' কিন্তু বিশাল মাত্রায় পর্যটন শুধু আমস্টারডামের সমস্যা নয়। এমন নিষেধাজ্ঞা শুধু স্থানীয় মানুষের একাংশকে সাহায্য করছে। 'মাস টুরিজিম'-এর বিরুদ্ধে আরও টেকসই পদক্ষেপ কেমন হতে পারে? ফ্রেক ওয়ালাগ আমস্টারডাম শহরের রাতের মেয়র। তিনি রাতে সক্রিয় নানা ধরনের বাসিন্দাদের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং মানুষের সঙ্গে মধ্যস্থতার উদ্যোগ নেন। তাঁর মতে, পৌর কর্তৃপক্ষ ছোট ছোট নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে ভুল পথ বেছে নিয়েছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এড়িয়ে যাচ্ছে। ফ্রেক মনে করছেন, ''আমাদের সুনির্দিষ্টভাবে পর্যটন শিল্পকে সামলাতে হবে। যেমন সস্তার উড়াল। সেটা পরিবেশের জন্যও উপকারী হবে। তখন উদার গাঁজা নীতি ও যৌনকর্মের মতো আমস্টারডামের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার খর্ব করার প্রয়োজন পড়বে না।''

আগস্ট ১৯৭১ ঃ নিউইয়র্কে কনসার্ট, রণাঙ্গনে 'অপারেশন জ্যাকপট'

সালেক খোকন

ঢাকা ঃ ২৬ মার্চ ২০২১ থেকে ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করেছে বাংলাদেশ। এক বছর পর, অর্থাৎ, ২০২৩ সালের মার্চ থেকে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে ফিরে তাকানো শুরু করে বাংলা।

গৌরব, বীরত্ব ও বেদনার সেই নয় মাসে পর্যায়ক্রমে ফিরে তাকানোর এই পর্বে থাকছে আগস্ট ১৯৭১-এর কিছু ঘটনার কথা।

দেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়ছিল মুক্তিকামী বাঙালি। সীমান্তের ওপারে ভারতে মানবেতর জীবনযাপন করছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাওয়া এক কোটি শরণার্থী। তাদের জন্য কিছু করা এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তার দোসরদের বর্বরতার বিরুদ্ধে জনমত গড়তে উদ্যোগী হন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। তিনি তখন ক্যালিফোর্নিয়ায়।একটি চ্যারিটি কনসার্টের পরিকল্পনার কথা জানান তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু বিটলসের বিখ্যাত গায়ক জর্জ হ্যারিসনকে। শুনে হ্যারিসনও রাজি হয়ে যান। হ্যারিসনের আমন্ত্রণে কনসার্টে অংশ নিতে আগ্রহী হন বব ডিলান, রিঙ্গো স্টার, বিলি প্রেস্টন, লিওন রাসেল, এরিক ক্ল্যাপটনসহ সংগীত জগতের অনেক মহাতারকা। একাত্তরের ১ আগস্ট নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' নামে একটি চ্যারিটিশো আয়োজন করেন রবিশঙ্কর ও জর্জ হ্যারিসন।

সেই কনসার্টে আল্লা রাখা খান, আকবর আলী খানের মতো উপমহাদেশীয় ধ্রুপদি সংগীতের অনেক দিকপালও ছিলেন। ওইদিন প্রায় ৪০ হাজার দর্শকের সামনে জর্জ হ্যারিসন গেয়ে ওঠেন 'বাংলাদেশ' শীর্ষক গানটি।

ওই কনসার্টটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্ব বিবেককে শুধু জাগ্রতই করেনি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংগীতের মেলবন্ধনও তৈরি করেছিল। তাছাড়া সারা বিশ্বে দাতব্য কনসার্টের ধারারও সূচনা করেছিল 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'।

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচার ও গণহত্যার বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে বসবাসরত বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করতে জোরালোভাবে কাজ করছিল মুজিবনগর সরকার। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের বিশ্বদূত। তিনি নিপীড়িত, মুক্তিকামী পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের দাবির সমর্থনে দেশে দেশে প্রচার অভিযান চালাতে থাকেন।

একাত্তরের ১ আগস্ট লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে তাঁর নেতৃত্বেই বিশাল এক সমাবেশ হয়। ১৫ হাজারেরও বেশি মানুষ যোগ দেয় সেখানে।পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগার থেকে শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে ১৩০ জন ব্রিটিশ এমপির স্বাক্ষর করা একটি আবেদন পাঠ করে শোনানো হয় সমাবেশে।

এরপর একজন প্রস্তাব তোলেন, পুরো বিশ্ব যেন পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসকে বয়কট করে। কারণ, তাদের যাত্রীবাহী বিমান বেআইনিভাবে অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে ঢাকায়। ওই সমাবেশেই লন্ডনের পাকিস্তান হাইকমিশনের দ্বিতীয় সচিব মহিউদ্দিন আহমদ পদত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এ ঘোষণা শোনার পর সমাবেশে উপস্থিত জনতা চিৎকার করে বলে ওঠে 'জয় বাংলা'!

ইউরোপে মহিউদ্দিন আহমদই প্রথম পাকিস্তানের পক্ষত্যাগ করা বাংলাদেশি কূটনীতিক। ফলে এ খবর ব্রিটিশ গণমাধ্যম ফলাও করে প্রকাশ করে। অতঃপর ২৭ আগস্ট লন্ডনের নটিংহিল গেটের ২৪ নম্বর পেমব্রিজ গার্ডেনে লন্ডন, তথা সারা ইউরোপে বাংলদেশের প্রথম কূটনৈতিক মিশন আনুষ্ঠানিকভাবে খোলা হয়। সেটিই এখন বাংলাদেশ সেন্টার। এছাড়া একাত্তরে তিনজন বাঙালি রাষ্ট্রদূত পাকিস্তান সরকারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ফ্রন্টে যোগ দিয়েছিলেন। তারা হলেন ইরাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ (২১ আগস্ট, ১৯৭১) ফিলিপাইন্সের কে কে পন্নী (১৪ সেপ্টেম্বর , ১৯৭১) আর্জেন্টিনায় আবদুল মোমেন, (১১ অক্টোবর, ১৯৭১)। (তথ্যসূত্র ঃ লন্ডন '৭১ , মুক্তিযুদ্ধের কূটনৈতিক ফ্রন্ট মহিউদ্দিন আহমদ)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে তখন বিশ্বের অনেক বিশিষ্টজনই সক্রিয় ছিলেন। ব্রিটিশ তরুণ পল কনেট ও তার স্ত্রী এলেন লন্ডনভিত্তিক ওয়ার রেজিস্টার্স ইন্টারন্যাশনালের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন ও অসহায় বাঙালিদের সাহায্য করতে 'অপারেশন ওমেগা' নামের একটি সংস্থা গড়ে তোলেন তারা। লন্ডনের ক্যামডেনে ছিল 'অ্যাকশন বাংলাদেশ' নামে তাঁদের একটি কার্যালয়। ট্রাফালগার স্কয়ারের জনসভার তাদের উত্থাপিত মূল দাবি ছিল বাংলাদেশে গণহত্যায় পাকিস্তানি সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি জোরালো হতে থাকে ভারতেও। ৬ আগস্ট বাংলাদেশকে স্বীকৃতির দাবিতে ভারতের জনসংঘ পার্টি বড় ধরনের বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি জানায়। বিক্ষোভকারীদের ব্যানার ও ফেস্টুনে লেখা ছিল 'Release Mujib', 'Down with PakþþUs conspiracy against Bangladesh' প্রভৃতি। বাংলার মানুষের দুঃখকে মনে ধারণ করে ওইদিন তারা আওয়াজ তোলে 'হাম সব এক হ্যায়'। একই দাবিতে কলকাতায় ছয়টি শ্রমিক ও বামপন্থি সংগঠনের উদ্যোগে ২৯ আগস্ট ২৪ ঘণ্টা হরতাল পালিত হয়। (তথ্যসূত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র তৃতীয়, দশম, দ্বাদশ ও চতুর্দশ খণ্ড)

কোনো কোনো মানুষ কখনো ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ থাকেন না। কেউ কেউ রুখে দাঁড়ান সব অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে, মানবতার পক্ষে। একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীতার পক্ষে দেশে দেশে প্রতিবাদ তারই সাক্ষ্য দেয়।

পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যুদ্ধও চলছিল তখন। আগস্টে প্রথমবারের মতো মুক্তিযুদ্ধের মোড় ঘোরানোর মতো বড় একটি অপারেশন পরিচালনা করেন নৌকমান্ডোরা। ১৬ আগস্টের প্রথম প্রহরে দেশের দুইটি সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম ও মোংলা, এবং দুইটি নদী বন্দর চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জে (দাউদকান্দি ফেরিঘাটসহ) একযোগে একই সময়ে পরিচালিত আত্মঘাতী ওই অভিযানের নাম 'অপারেশন জ্যাকপট'। ওই অপারেশনে পাকিস্তান বাহিনীর ২৬টি সমরাস্ত্র ও পণ্যবাহী জাহাজ এবং গানবোট ডুবিয়ে দেওয়া হয়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের সঙ্গে সমুদ্রপথে পাকিস্তানের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য।

অপারেশন জ্যাকপট কীভাবে পরিচালিত হয়েছিল? সেই গল্প জানতে নৌকমান্ডো মো. শাহজাহান কবির (বীরপ্রতীক) এর মুখোমুখি হয়েছিলাম। চাঁদপুর নদীবন্দর অপারেশনে অংশ নেওয়া এই বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেন, ''ট্রেনিংয়ের পর ৩০০ জনের মধ্য থেকে ১৬০ জনকে বেছে নেয়া হয়। চট্টগ্রামের জন্য ৬০ জন, মোংলার জন্য ৬০ জন, চাঁদপুরে ২০ জন ও নারায়ণগঞ্জের জন্য ২০ জন করে নৌ কমান্ডো গ্রুপ তৈরি করা হয়। ফ্রান্স ফেরত সাবমেরিনার এ ডাব্লিউ আব্দুল ওহেদ চৌধুরীকে (বীরউত্তম ও বীরবিক্রম) চট্টগ্রাম, আহসান উল্লাহকে (বীরবিক্রম) মোংলায়, বদিউল আলমকে (বীরউত্তম) চাঁদপুর এবং নারায়ণগঞ্জে অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয় আবেদুর রহমানকে। ৯ আগস্ট চট্টগ্রাম, চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জ এই তিনটি গ্রুপকে ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে সামরিক বিমানে আনা হয় আগরতলায়, শালবনের ভেতর নিউ ট্র্যানজিট ক্যাম্পে। ওখান থেকে বাংলাদেশে ঢুকে অপারেশন সেরে ওখানেই ফিরতে হবে। একদিন পরেই দেওয়া হয় আর্মস অ্যামুনেশন প্রত্যেকের জন্য একটা লিমপেড মাইন, একটা কমান্ডো নাইফ, একজোড়া ফিনস, থ্রি নট থ্রিসহ কিছু অস্ত্র এবং প্রত্যেক গ্রুপের জন্য একটা টু ব্যান্ডের রেডিও। রেডিও হলো যুদ্ধে সিগন্যাল পাঠানোর মাধ্যম।গানে গানে সিগন্যাল!'' শাহজাহান কবির আরো বলেন, ''আমরা চাঁদপুর আসি ১১ আগস্ট, উঠি রঘুনাথপুরে এক মামার বাড়িতে। অতঃপর রেডিওতে নির্দেশনার অপেক্ষায় থাকি। প্রত্যেকদিন আকাশবাণী বেতার কেন্দ্র ধরে রাখার কথা বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল ওটার মাধ্যমে সিগন্যাল পাওয়া যাবে। কেমন সিগন্যাল? আকাশবাণীতে সকাল ৭ বা সাড়ে ৭টায় বাজবে একটি গান 'আমি তোমায় শুনিয়েছিলাম যত গান।' এ গান হলেই অপারেশনের যাবতীয় প্রস্তুতি নিতে হবে। ২৪ ঘন্টা পর আরেকটা গান বাজবে 'আমার পুতুল আজকে যাবে শ্বশুর বাড়ি।' এ গানটি হলেই বুঝতে হবে চূড়ান্ত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং ওই দিন শেষে রাত বারোটার পর অবশ্যই অ্যাটাক করতে হবে।

১৩ আগস্ট সকালে বাজলো প্রথম গানটি। আমি, নুরুল্লাহ পাটওয়ারি, বদিউল আলম সঙ্গে সঙ্গে রেকি করতে বের হই। ২৪ ঘণ্টা পর, অর্থাৎ ১৪ আগস্ট চূড়ান্ত নির্দেশনার গানটি বাজার কথা ছিল। কিন্তু ওইদিন সেটি না বেজে বাজলো ১৫ আগস্ট সকালে। তখন আমরা অ্যাটাকের প্রস্তুতি নিই।

লঞ্চ টার্মিনাল ও স্টিমার ঘাটসহ ছয়টা টার্গেট প্লেস ঠিক করি। আমার টার্গেট প্লেস ছিল লন্ডনঘাট জেটি। রাত সাড়ে এগারোটার দিকে ডাকাতিয়া নদী দিয়ে নামি। পায়ে ফিনস, পরনে শুধু জাঙ্গিয়া। বুকে গামছা দিয়ে মাইন পেচিয়ে চিত সাঁতারে এগোই। এভাবে লন্ডনঘাটে এসেই জেটিতে মাইন সেট করে দিই। ৪৫ মিনিট পরই সেটার বিস্ফোরণ ঘটে।''

আরেক নৌকমান্ডো মো. খলিলুর রহমান (এখন প্রয়াত)। মোংলা সমুদ্র বন্দর অপারেশনে যুক্ত ছিলেন তিনি। তিনি বলেছিলেন, ''আমাদের ক্যাম্প ছিল সুতারখালিতে। ২০জন করে আমরা তিনটি দলে ভাগ হই। তিনটি দলের উপদলনেতা মজিবর রহমান, আফতাব উদ্দিন ও আমি। সাপোর্টিংয়ের জন্য আসে বিশজন গেরিলা। তাদের কমান্ডার ছিলেন খিজির আলী (বীরবিক্রম)।

অপারেশনের সিগন্যাল পেয়ে রাতে নৌকায় করে রওনা হলাম। স্রোত ছিল প্রতিকূলে। ফলে ভোরের দিকে পৌঁছি মোংলা বন্দরের অপর তীরে, বানিয়াসান্তা গ্রামে। অবস্থান নিই বেড়িবাঁধের নিচে। কথা ছিল মধ্য রাতের পরই অপারেশন করার। কিন্তু তা সম্ভব হলো না।

তখন সূর্য উঠে গেছে। শরীরে সরিষার তেল মেখে কসটিউম পরে নিই। বুকে মাইন বেঁধে জলেতে নেমে প্রকাশ্য দিবালোকেই অপারেশন করি। বন্দরের জাহাজগুলোতে মাইন লাগিয়ে যে যার মতো দ্রুত সরে পড়ি। জলের উপরে তখন পাকিস্তানিদের গানবোট। সকাল তখন ৯টার মতো। একে একে বিস্ফোরিত হতে থাকে মাইনগুলো।'' অপারেশন জ্যাকপট প্রসঙ্গে কথা হয় নৌকমান্ডো মো. মতিউর রহমান (বীরপ্রতীক) এর সঙ্গেও। নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দর অপারেশনে ছিলেন তিনি। কীভাবে করেছিলেন সেটি? উত্তরে তিনি বলেন, ''নারায়ণগঞ্জে মুসার চরে আমরা আত্মগোপন করে ছিলাম। নদীবন্দর থেকে সেটি ছিল প্রায় এক মাইল দূরে। সাবমেরিনার আবেদুর রহমানের নেতৃত্বে ২০ জনের দলে আমি ছাড়াও ছিলেন আবদুর রহিম, হেদায়েত উল্লাহ, আজহার হোসেন, আনোয়ার হোসেন, হাবিবুল হক, মাহবুব আহমেদ মিলন, জিএম আইয়ুব, আবদুল মালেক, আবদুল জলিল, ফজলুল হক ভুঞা প্রমুখ।

আমার কাজ ছিল এক্সপ্লোসিভ দিয়ে নারায়ণগঞ্জে নদীবন্দরের টার্মিনাল উড়িয়ে দেওয়া। যাতে অন্য কোনো জাহাজ ভিড়তে না পারে। এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে দ্রুত সরে আসি। সঙ্গের তিনজন একটি পাকিস্তানি মালবাহী জাহাজের গায়েও মাইন ফিট করে। নির্ধারিত সময় পর জাহাজ ও টার্মিনালে বিস্ফোরণ ঘটে। দূর থেকে আমরা আওয়াজ শুনি। অন্যরকম আনন্দ লেগেছিল তখন। অপারেশনের পরই দ্রুত ফিরে যাই আগরতলায়, নিউ ট্রানজিট ক্যাম্পে।''

অপারেশন জ্যাকপটের খবর বড় করে প্রকাশ পায় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে। ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কোনো যুদ্ধ হচ্ছে না বলে পাকিস্তান সরকার যে প্রচারণা চালাচ্ছিল তা বড় ধরনের প্রশ্নের মুখে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অপারেশনগুলোর একটি হলো অপারেশন জ্যাকপট। স্বাধীনতা লাভের তীব্র আকাঙ্খা নিয়ে আত্মঘাতী ওই অপারেশনে অংশ নিয়েছিলেন বাংলার দামাল ছেলেরা। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যা ছিল নৌকমান্ডোদের এক মরণকামড়। ফলে তাদের সমন্বিত আক্রমণে মুষরে পড়ে পাকিস্তান বাহিনী।

শুধু জল পথেই নয়, তখন ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাদের ওপর গেরিলারাও দুর্ধর্ষ সব আক্রমণ পরিচালনা করছিলেন। সবচেয়ে বড় অপারেশনটি হয় গ্রিন রোডে। যার খবর ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ব গণমাধ্যমে। সে খবরে উদ্দীপ্ত হন সারা দেশের মুক্তিযোদ্ধারাও।

গ্রিন রোড অপারেশনটির পরিকল্পনা ও নেতৃত্বে ছিলেন গেরিলা শেখ আবদুল মান্নান (বীরপ্রতীক)। সেই অপারেশন সম্পর্কে তিনি বলেন, ''ঘরভাড়া নিয়ে আমরা থাকতাম সেন্ট্রাল রোডে, ভূতের গলি মসজিদের পাশে। কোথায় অপারেশন করবো? খুঁজে বের করি নুর হোটেলের সামনের রাস্তাটিকে। ওই হোটেল বিল্ডিংয়ের নির্মাণকাজ তখন চলছিল। আমরা পাঁচজন আমি, মনসুর আলম দুলাল, আলমগীর, আবদুল্লাহ এবং বজলুল মাহমুদ বাবলু। কমান্ডে আমি নিজেই। অস্ত্র ছিল দুটি স্টেনগান, দুটি এসএলআর আর আমার কাছে একটা চাইনিজ এসএমজি। মাইন, দুই ব্যাগ হ্যান্ড গ্রেনেড আর দুই ব্যাগ ফসফরাস গ্রেনেডও ছিল। আগুন লাগানোর কাজে ব্যবহার করতাম ফসফরাস গ্রেনেড।

২১ আগস্ট ১৯৭১। রাত সাড়ে ১০টার দিকে মূল রাস্তায় মাইনগুলো ডাব্লিউ প্যাটার্ন করে সেট করে ক্যামোফ্লেজ করি ময়লা ফেলে। অনলি সিক্স সেকেন্ড সাইড প্রেশার সেট করে নূর হোটেলের ব্লিডিংয়ে পজিশন নিয়ে অপেক্ষায় থাকি। রাত তখন সোয়া ২টা থেকে আড়াইটা হবে। দেখলাম, সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে তিনটা হলুদ লাইট পরপর আসছে। বুঝে যাই আর্মির গাড়ি। একটা সামনে এসেই বমবম করে উল্টে ওয়ালের পাশে ধাক্কা খায়। পেছনের গাড়ি দুটি তখন ব্রেক করেনি। বরং স্পিড বাড়িয়ে পাশ দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ফলে উল্টে যায়। ওরা ফায়ার শুরু করে প্রথম। গাড়ির তলায় পড়ে গিয়েও ফায়ার করতে থাকে। আমি তখন বিল্ডিংয়ের ওপর থেকে সমানে গুলি করি। গর্জে ওঠে বাকিদের এসএলআরগুলোও।

ওই অপারেশনে তিন ট্রাকে স্পট ডেড হয় ৬০-৭০ জন পাকিস্তানি আর্মি। পরে হাসপাতালে মারা যায় আরও ১৫-২০ জন। এ কারণেই রাজধানীতে এটাকেই বিগেস্ট অপারেশন বলা হয়। অপারেশনের পর আর্মিরাও ক্ষিপ্ত হয়ে হাতিরপুল ও গ্রিন রোড থেকে অনেক যুবককে ধরে নিয়ে টর্চার করে, মেরেও ফেলে

সম্পাদকীয়

জি২০তে পুটিন আসবেন না, শির আসা অনিশ্চিত

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুটিন জি২০ বৈঠকে আসছেন না। তিনি পাঠাচ্ছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে। না'ও আসতে পারেন শি জিনপিং। আগামী ৯ এবং ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে জি২০ দেশগুলির শীর্ষবৈঠক হবে। সেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন থেকে শুরু করে সদস্য, পর্যবেক্ষক ও আমন্ত্রিত দেশের শীর্ষনেতারা আসবেন। তবে সেই বৈঠকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুটিন আসবেন না। ক্রেমলিন ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, ব্রিকস বৈঠকেও পুটিন যাননি। তিনি ভিডিওর মাধ্যমে বৈঠকে যোগ দেন। গতবছরও তিনি ইন্দোনেশিয়ায় জি২০ বৈঠকে যোগ দেননি। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী লাভরভ এই বৈঠকে যোগ দেবেন। সংবাদসংস্থা রয়টার্স সূত্রকে উদ্ধৃত করে জানাচ্ছে, চীনেরপ্রেসিডেন্ট শি জিনপিং'ও জি২০ বৈঠকে অনিশ্চত। রয়টার্সকে চীনে নিযুক্ত এক ভারতীয় কূটনীতিক এবং জি২০ দেশে কর্মরত আরেক ভারতীয় কূটনীতিক এই খবর দিয়ে বলেছেন, শি জিনপিংয়ের জায়গায় সেদেশের প্রধানমন্ত্রী লি কুইয়াং দিল্লিতে আসতে পারেন। কিয়োদো জানিয়েছে, ৫ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর জাকার্তায় পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় শীর্ষনেতাদের বৈঠকে যোগ দেবেন লি। বালিতে শি ও বাইডেন দুজনেই গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে বৈঠকও হয়েছে। এবারও দিল্লিতে তাদের মধ্যে বৈঠক হবে বলে আশা করা হচ্ছিল। বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে বাইডেন জানিয়েছেন, তিনি আশা করেন শি দিল্লি যাবেন। শি দিল্লির জি২০ বৈঠকে যোগ দেবেন না, এমন কথা চীন আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি। ভারতের তরফ থেকেও তা সরকারিভাবে জানানো হয়নি। তবে রয়টার্স জানাচ্ছে, চীনের দুই সরকারি কর্মকর্তা তাদের বলেছেন, শির পরিবর্তে লি যাবেন বলে তাদের কাছে খবর আছে। তাদের বলা হয়েছে, শি যাবেন না। তবে কেন তিনি যাবেন না, তা জানানো হয়নি। তবে ভারতের কাছে জি২০ বৈঠক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভারত এখন বিশ্ব রাজনীতিতে গুরুত্ব পেতে চাইছে। নিউ ইয়র্কের সাউথ এশিয়া ইনিশিয়েটিভ ও এশিয়া সোসাইটি পলিসি ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ফারওয়া আমের জানিয়েছেন, শি যদি দিল্লি না যান, তাহলে বুঝতে হবে চীন ভারতকে জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি নয়। চীন চায় না, ভারত দক্ষিণ এশিয়ার মুখ হয়ে উঠুক। জি২০'র সফল বৈঠক করে ভারত কোনো বাড়তি গুরুত্ব যেন না পায়। রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা আছে। রাশিয়া অবশ্য জানিয়েছে, এই পরোয়ানা অর্থহীন। ইউক্রেন যুদ্ধের পর পুটিন কেবল বেলারুশ এবং প্রতিবেশী কিছু দেশে গেছেন। ইন্দোনেশিয়ায় জি২০ বৈঠকে তিনি যাননি। অন্য কোনো বৈঠকেও তিনি যাননি। ক্রেমলিনের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বিদেশ সফর এখন পুটিনের কর্মসূচিতে নেই।

আন্তর্জাতিক জোট ঃ বাংলাদেশের চাওয়াপাওয়া ও চ্যালেঞ্জ

ফয়সাল শোভন
প্রাবন্ধিক

কূটনৈতিক জোটগুলো থেকে স্বার্থসংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য 'রাজনৈতিক সুফল' বাংলাদেশ পাচ্ছে না। তবে জোটবদ্ধ হওয়াকে সমস্যা নয়, বরং বাংলাদেশের জন্য সুযোগ বলেই মনে করেন বিশ্লেষকেরা।

স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন জোটে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ। । তার মধ্যে সার্ক, বিমসটেকের মতো ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক জোট যেমন আছে, তেমনি আছে ন্যাম, কমনওয়েলথ, ওআইসির মতো আন্তর্জাতিক জোটও। অর্থনীতি বা ভূরাজনৈতিক কারণে নতুন নতুন জোটে যাওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে। সেগুলো আবার পররাষ্ট্রনীতির নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। বিশ্লেষকেদের মতে, এখন পর্যন্ত যেসব জোটের সদস্য হয়েছে বাংলাদেশ, সেগুলো থেকে স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রাপ্তি খুব বেশি না হলেও নানা কারণে সেগুলোতে থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

জোট নিরপেক্ষতার জোট

'সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়', পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এমন লক্ষ্যের কথাই বাংলাদেশ বরাবর উল্লেখ করে। বাংলাদেশের সংবিধানের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক বিভিন্ন অনুচ্ছেদেও তার প্রতিফলন আছে। ২৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ''জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অপর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা, এ সকল নীতিই হবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি...।''

স্বাধীনতার পরে জোট বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও এই নীতি লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন সামরিক জোট থেকে বাংলাদেশ দূরে থেকেছে। তবে যুক্ত হয়েছে আর্থরাজনৈতিক নানা জোটে। চীনের আপত্তির কারণে দেরি হলেও ১৯৭৪ সালে এসে জাতিসংঘের সদস্যপদ পায় বাংলাদেশ। একই বছর মুসলিম প্রধান দেশগুলোর সংগঠন ওআইসির সদস্যপদ মেলে। তার আগে ১৯৭২ সালেই কমনওয়েলথের ৩৪তম সদস্য হয়। এক সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন থাকা দেশগুলোর এই জোটে ঢুকতে স্বভাবতই বেগ পেতে হয়নি বাংলাদেশকে।

সোভিয়েত দেশগুলোকে নিয়ে ওয়ারশ প্যাক্ট, বিপরীতে পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক জোটন্যাটোর বাইরে 'নিরপেক্ষ' দেশগুলোকে নিয়ে গড়ে ওঠা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন বা নন অ্যালায়েন্ড মুভমেন্ট বা ন্যাম -এ বাংলাদেশ যোগ দেয় ১৯৭৩ সালে। 'জোট নিরপেক্ষতার' এই জোট রাজনৈতিকভাবে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পেরেছে তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন আছে বিশ্লেষকদের মনে।

বৈশ্বিক এসব জোটের বাইরে সময়ে সময়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক উদ্যোগে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থাসার্ক গঠনে নেতৃত্ব কূটনৈতিক জোটে বাংলাদেশের অন্যতম সাফল্য। ঢাকার উদ্যোগে ১৯৮৭ সালে সার্কের আনুষ্ঠানিক যাত্রা হয়। ২০০৮-০৯ সাল পর্যন্ত সার্ক ধীরে হলেও এগিয়েছে। কিন্তু জোটের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্কের কারণে সংস্থাটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি।

আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর মধ্যে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে নিয়ে অর্থনৈতিক জোট বিমসটেক বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনাময় ছিল। ১৯৮৭ সালে গঠিত এই জোটের সদস্য বাংলাদেশ, ভুটান, মিয়ানমার, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যে এই জোটটি বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার সুফল পাওয়া যায়নি মিয়ানমারের কারণে। সাবেক পররাষ্ট্রসচিব মো. তৌহিদ হোসেন উদাহরণ দিয়ে বলেন, ''২০০৬ সালে এমনকি মিয়ানমারের ভিতরে ২২ কিলোমিটার রাস্তা আমরা নিজেদের খরচে করে দিতে চেয়েছিলাম, যাতে থাইল্যান্ড, চীনের সাথে আমাদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মিয়ানমারের অবস্থান ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। এখনও প্রতিষ্ঠানটি টিকে থাকলেও বা ঢাকায় এর সদর দপ্তর থাকলেও প্রকৃত অর্থে কিছু হচ্ছে না। ''

অবকাঠামো উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক কারণে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ বিআরআই'তে যোগ দেয় বাংলাদেশ। কিন্তু চীনের এই উদ্যোগকেও ভালো চোখে দেখে না ভারত। এ কারণে এই উদ্যোগের অধীনে দক্ষিণ এশিয়ার প্রকল্পগুলো নিয়ে অচলাবস্থা রয়েছে।

জোটে প্রাপ্তিঅপ্রাপ্তি

জাতিসংঘের বাইরেও বিভিন্ন জোটের কাছ থেকে বাংলাদেশ নানা ধরনের আর্থসামাজিক সহযোগিতা পায়। জাতিসংঘের তালিকার স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও নানা জোটের কাছ থেকে শুল্ক ও কোটামুক্ত রপ্তানি সুবিধা মেলে। কমনওয়েলথের কাছ থেকে বিভিন্ন কারিগরি ও শিক্ষা বিষয়ক সহায়তা পায় বাংলাদেশ। সক্রিয় সদস্য হিসেবে ওআইসির ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে বাংলাদেশ ঋণ সুবিধা পেয়ে থেকে।

তবে আর্থিক ও বাণিজ্যিক সুফল বাদ দিলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যুতে বিভিন্ন জোটের কাছ থেকে বাংলাদেশ তেমন জোরালো সমর্থন পায়নি। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ রোহিঙ্গা ইস্যু। মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, ''অধিকাংশ জোটই এমন যে এগুলো থেকে প্রাপ্তির আশা করা ঠিক না। ...রোহিঙ্গা ইস্যুতে আমাদেরকে কে কী সাহায্য করেছে? প্রায় কারো কাছ থেকেই আমরা কোনো সহায়তা পাইনি সমাধানের ব্যাপারে। বড়জোর কিছু অর্থ সহায়তা পাওয়া গেছে।'' তারপরও কূটনৈতিক জোট বা সংগঠনগুলোতে সদস্য থাকাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন এই বিশ্লেষকেরা, কেননা, সেগুলোর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ফোরামে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলোকে অন্তত তুলে ধরার সুযোগ পায় বাংলাদেশ।

মো. তৌহিদ হোসেন ব্যাখ্যা করে বলেন, ''আমি মনে করি না এই সংস্থাগুলো আমাদের বিরাট কোনো সহযোগিতা করতে পেরেছে। তারপরও এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে সদস্য থাকা আমি সমর্থন করি। কারণ, কমপক্ষে আমাদের যে সমস্যাগুলো আছে, সেগুলোকে দৃশ্যমান করতে বা রাখতে প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমাদের উপস্থিতি কাজে লাগে।'' অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. তানজিম উদ্দিন খানের মতে, ''জোটবদ্ধ হওয়া কোনো সমস্যা না, বরং তাতে নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হয়।''

ভবিষ্যতের জোট, বৃহৎশক্তির ভূরাজনীতি

এই আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক মনে করেন, বিশ্ব রাজনীতি ও নতুন অর্থনীতির বাস্তবতায় বাংলাদেশ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। '' বিশেষ করে বাংলাদেশ যে মডেলকে সামনে নিয়ে এসেছে, তাতে বাংলাদেশকে নিয়ে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী অনেকের আগ্রহ তৈরি হচ্ছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিদেশিদের এখানে বিনিয়োগের জায়গা তৈরি হচ্ছে। সেই অর্থে বাংলাদেশ তাদের আগ্রহের কেন্দ্রে আছে।''

এমন আগ্রহের কেন্দ্রে থাকা অনেক সময় বড় ধরনের কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখেও ঠেলে দিচ্ছে বাংলাদেশকে। ২০২০ সালে ট্রাম্প প্রশাসনের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি সেক্রেটারি অব স্টেট স্টিফেন বেইগান দিল্লি হয়ে ঢাকা এসে জানিয়েছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে ইন্দোপ্যাসিফিকে অন্যতম মূল অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করছে। মার্কিন নেতৃত্বাধীন ইন্দোপ্যাসিফিক কৌশলের সঙ্গে 'চতুর্পাক্ষিক নিরাপত্তা সংলাপ'কোয়াডকে সম্পৃক্ত হিসেবে দেখা হয়। যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে গঠিত এই উদ্যোগকে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে চীন। এমন প্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে এ নিয়ে প্রকাশ্যে সতর্কও করেছিলেন দেশটির রাষ্ট্রদূত।

মো. তৌহিদ হোসেনের মতে, সামনে নতুন নতুন এমন অনেক উদ্যোগ চলতে থাকবে। সেই সঙ্গে নতুন চ্যালেঞ্জও আসবে বাংলাদেশের সামনে। তিনি বলেন, ''প্রত্যেকটি জোটের পেছনে উদ্যোক্তাদের স্বার্থ থাকে। আমাদেরকে দেখতে হবে কোনো প্রতিষ্ঠান বা জোটের সদস্য হওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা কোনো পক্ষ নিয়ে নিচ্ছি কিনা বা কারো প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ করে এমন কোনো গ্রুপের সদস্য হয়ে যাচ্ছি কিনা।'' তিনি মনে করেন, পারিপার্শ্বিক কারণে বাংলাদেশের পক্ষে খুব বড় শক্তিতে পরিণত হওয়া কঠিন। তাই দেশের স্বার্থে কাজে লাগবে এমন যে কোনো জোটেই বাংলাদেশের যোগ দেয়া উচিত।

সম্প্রতি ব্রিকসে বাংলাদেশের যোগ দেয়া নিয়েও ব্যাপক প্রত্যাশা তৈরিহয়েছিল। সরকারের পক্ষ থেকে সেই সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিল। আগস্টের শেষে সাউথ আফ্রিকায় পাঁচ দেশের এই জোটটির শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমন্ত্রিত হন। সেখানে ছয়টি দেশকে নতুন সদস্য করার ঘোষণা দেয়া হলেও বাংলাদেশের জায়গা হয়নি। ড. তানজিম উদ্দিন খান মনে করেন সদস্যপদ নিয়ে বাংলাদেশে 'রাজনৈতিক হাইপ' তৈরি করা হয়েছে। তবে সেটি না পাওয়ায় বাংলাদেশের জন্য বরং ভালো হয়েছে। তিনি বলেন, ''এখানে সদস্য হলে খুবই স্পষ্ট হতো আপনি একটা বলয়ে অবস্থান করছেন। রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর আমরা দেখছি, রাশিয়া, চীন, ভারত একটা বলয়ে আছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমারা আরেকটা বলয়ে আছে।''

বহু জোটের শরিক ভারত কোনো সামরিক জোটে নেই

গৌতম হোড়

স্বাধীনতার পর ভারতের উদ্যোগে প্রথম আন্তর্জাতিক জোট হলো জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। পরে একের পর পর এক জোটের সদস্য দিল্লি। তখন ভারতের স্বাধীনতার সবে ১৪ বছর হয়েছে। বিশ্ব দুইটি জোটে বিভক্ত। অ্যামেরিকার নেতৃত্বে ন্যাটো এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে ওয়ারশ। ঠান্ডা লড়াইয়ের দুনিয়ায় দেশগুলি কমবেশি এই দুই জোটের দিকে ঝুঁকে। সেই অবস্থায় ১৯৬১ সালে বেলগ্রেডে জন্ম নিলো এক তৃতীয় বিকল্প। নির্জোট বা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের। যারা ওয়ারশতে থাকবে না, ন্যাটোতেও নয়, তাদের নিয়ে গঠিত হলো ননঅ্যালায়েনড মুভমেন্ট বা নির্জোট আন্দোলন। প্রধান উদ্যোক্তা ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট জোসিপ ব্রোজ টিটো, মিশরের প্রেসিডেন্ট গামাল আব্দেল নাসের, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্নো এবং ঘানার ঘানার প্রেসিডেন্ট কোয়ামে এনক্রুমা। এর মধ্যে টিটো ও নাসেরের নামে দিল্লিতে এখনো দুইটি দুরুত্বপূর্ণ রাস্তা আছে। ওয়ারশ ও ন্যাটো ছিল সামরিক জোট। তাদের ঠান্ডা যুদ্ধের ফলে বিশ্ব দুইটি মেরুতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু নেহরু, টিটো, নাসেররা যে নির্জোট আন্দোলন গড়ে তুললেন, তা কোনো সামরিক জোট নয়। ১৯৭৯ সালে কাস্ত্রোর তৈরি করা হাভানা ডিক্লারেশনে বলা হয়েছল, এই সংগঠন সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ, বর্ণবৈষম্য, বিদেশি আগ্রাসনের বিরোধিতা করবে। অবশ্যই তারা ন্যাটো ও ওয়ারশতে যোগ দেবে না। প্রচুর দেশ এই আন্দোলনের শরিক হয়। ১৯৮৩ সালে দিল্লিতে কাস্ত্রোর কাছ থেকেই নির্জোট আন্দোলনের সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন ইন্দিরা গান্ধী। সেবার ৯৭টি সদস্য দেশ, ১৮টি পর্যবেক্ষক দেশ এবং ২৪টি অতিথি দেশ যেগ দিয়েছিল। নির্জোটের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শীর্ষবৈঠকগুলির মধ্যে একটি।

নির্জোট হলো সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক জোট, যেখানে ভারত নেতৃত্বের জায়গায় ছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ওয়ারশ আর থাকলো না। ফলে বিশ্ব বাইপোলার থেকে ইউনিপোলার হয়ে গেল। নির্জোট আন্দোলনও উপযোগিতা হারিয়ে ফেললো। ১৯৮৫ সালে সার্ক বা সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কোঅপারেশন গঠিত হলো। এখানেও ভারতের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সার্কের আটটি সদস্যদেশ হলো, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল ও ভারত। এই দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে অন্যদের থেকে এগিয়ে ছিল ভারত। সার্কের ১৯তম বৈঠক হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তানে। কিন্তু উরির সেনা শিবিরে জঙ্গি হামলার পর ভারত জানিয়ে দেয়, তারা পাকিস্তানে যাবে না। ভারতের অভিযোগ ছিল, উরির হামলা করেছিল পাক প্রশিক্ষিত জঙ্গিরা, কৌশলও পাকিস্তান ঠিক করে দিয়েছিল। পাকিস্তানের মদতে এই আক্রমণ হয়েছে। ভারতপাকিস্তান সংঘাতের ফলে সার্ক তার গতি হারালো। তবে ভারতের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক জোটের অভাব নেই। বিমস্টেক, জি২০, কোয়াড, এসসিও, আশিয়ান, গঙ্গা মেকং কোঅপারেশন, ইস্ট এশিয়া সামিটেরও সদস্য দেশ ভারত। ভারত তো এবার জি২০'র চেয়ারম্যান। ফলে নায়াদিল্লিতে শীর্ষবৈঠকে বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রনেতাদের আসছেন। জি২০ মানে ১৯টা দেশ ও ইইউর জোট। সেই ১৯ দেশের মধ্যে আছে অ্যামেরিকা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, চীন, ইংদোনেশিয়া, ইটালি, জাপান, সৌদি আরব, দক্ষণ কোরিয়া, মেক্সিকো, তুরস্ক, ভারতের মতো দেশগুলির জোট। তবে এটাও মূলত অর্থনীতি, উন্নয়ন, পরিবেশ সংক্রান্ত জোট। এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র থাকার ফলে এই জোটের গুরুত্ব বেড়েছে। ১৯৯৯ সালে গঠিত এই জোট ক্রমশ শক্তিশালীহয়েছে। তার চেয়ারম্যানের পদ পাওয়ার পর নরেন্দ্র মোদী তানিয়ে দেশজুড়ে প্রচারের বন্য়া বইয়ে দিয়েছেন। ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে বিভিন্ন বৈঠক রাখা হয়েছে। জি২০ অর্থমন্ত্রীদের, পরিবেশমন্ত্রীদের বৈঠক তো ছিলই, তাছাড়া বিভিন্ন স্তরের বৈঠক হয়েছে। এই আন্তর্জাতিক বৈঠকগুলি নিয়ে ভারতীয় মিডিয়ায় প্রচুর আলোচনাও হয়েছে। বহুদিন পর একসঙ্গে এতজন রাষ্ট্রনেতা বারতে আসছেন। ফলে এর গুরুত্বও অপরিসীম। তুলনায় বিমস্টেক ছোট জোট। এখানে পাকিস্তান নেই। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশসহ সাতটি দেশ আছে। এর স্থায়ী সচিবালয় ঢাকায়। এটাও আর্থিক, বাণিজ্যিক, পর্যটন, প্রযুক্তি, কৃষি, পর্যটন, সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতার জন্য তৈরি জোট। কোয়াডও ছোট ছোট, কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ জোট। এর শরিক অ্যামেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও ভারত। মূলত চীনকে ঠেকাতে একজোট হয়েছে এই চার দেশ। ফলে বিশ্ব রাজনীতিতে কোয়াডের গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়া আছে বিমস্টেক। যার স্থায়ী সচিবালয় ঢাকায়।আছে ব্রিকস। ভারত, ব্রাজিল, রাশিয়া, চীন ও দক্ষিণআফ্রিকার জোট। ব্রিকসের পরিধি বাড়ানো হচ্ছে। আরো দেশকে সদস্য করা হচ্ছে। তবে ব্রিকসও হলো অর্থনৈতিক ও বিনিয়োগ সহযোগিতার জন্য গঠিত জোট। ফলে জাতিসংঘ ও নির্জোট দিয়ে যে যাত্রা শুরু, তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা বেড়েছে। তবে এখনো সেভাবে কোনো সামরিক জোটের শরিক হয়নি ভারত। সামরিক ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার উপরই নির্ভর করেছে ভারত। সেখানেও তাদের ছুত্মার্গ নেই। অ্যামেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, ইসরায়েলসহ অনেক দেশের কাছ থেকেই অস্ত্র কিনেছে বা কিনছে ভারত। এখনো ভারতের সবচেয়ে বড় অস্ত্রসরবরাহকারী হলো রাশিয়া। প্রশ্ন হলো, ভারত এতগুলি আন্তর্জাতিক জোটের সদস্য কেন? এর জবাব হলো, ভারতের ভূরাজনৈতিক অবস্থান, আর্থিক দিক থেকে ভালো জায়গায় চলে যাওয়া, বিশাল বাজার, ক্রমশ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নতি করার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া বাস্তব হলো, দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় কোনো জোট ভারতকে ছাড়া সফল হতে পারে না। সেই সঙ্গে ক্রমশ চীনের সঙ্গে অ্যামেরিকার লড়াই তীব্র হচ্ছে।

সাময়িকী

ফুল হইতেও সাবধান!

ফৌজিয়া সুলতানা
কলামিস্ট

এক সময় বিভিন্ন বাড়ির সামনে লেখা থাকতো, 'কুকুর হইতে সাবধান!' বিষ মেশানো শুরু হওয়ায় খাদ্যদ্রব্য নির্ভয়ে কিনতে ভুলে গেছি সেই কবে! সম্প্রতি বুঝতে পেরেছি বাংলাদেশে ফুলও কিনতে হবে খুব বুঝেশুনে!

নানা সময় কত রকম ফুলের তোড়া যে এসে উপস্থিত হয় অফিসে! কারো জন্মদিনে, বিশেষ কোনো অর্জনে বা প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে হরেক রকম তোড়া আসতে দেখি। কত রকম ফুল! মন মাতানো সব রঙ। চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু গন্ধ নিতে গেলে কেমন যেন অস্বস্তি হয়! এক ধরনের ঝাঁঝালো অনুভূতি হয়। মাথা ঘোরার মতো লাগে। অনেক বার এ নিয়ে মনের ভেতর প্রশ্ন এলেও উত্তর জানার খুব একটা চেষ্টা করিনি। চোখ জুড়ালেও, প্রাণ কেন জুড়ায় না এ নিয়ে মাথা খুব একটা ঘামাইনি কখনোই। বরং তোড়া থেকে দুটি ফুল খুলে নিয়ে বাসায় ছোটো বোতলে জল দিয়ে রেখে দিয়েছি। পরদিন ফুল দুটি কুঁকড়ে শুকিয়ে যেতেও দেখেছি।

তবে চাপা পড়ে থাকা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম হঠাৎ করেই। কদম ফুল বিক্রি হয় কিনা দেখতে গিয়েছিলাম শাহবাগে। তখনই চোখ চলে যায় ভিন্ন এক ঘটনায়। দেখি পদ্ম ফুল ভাঁজ করে করে রাখা হচ্ছে দোকানের কোণায়। জানতে চাইলাম, ''কী হবে এগুলো দিয়ে?'' দোকানের বিক্রেতা জানালেন, ''এগুলো রঙ করা হবে। তোড়া বানানো হবে। কেউ হয়তো এমনিও কিনে নেবেন।'' ''কেমন রঙ? কীভাবে লাগাচ্ছেন? কেন লাগাচ্ছেন?'' এসব প্রশ্নের জবাবে তথ্য যা পেলাম, তা কিছুটা ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং কেমিক্যাল বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে গিয়ে জানলাম, ভয়ের কারণ আসলেই আছে।

বছরের পর বছর পত্রিকার পাতায় দেখে আসছি নানা রকম খাবারে বিভিন্ন রকমের ভেজাল। বিরিয়ানিতে দেওয়া হয় টেক্সটাইল কারখানায় কাপড়ে ব্যবহারের রঙ। পরোটা দীর্ঘক্ষণ নরম রাখতে দেওয়া হয় অ্যামোনিয়াম সালফেট ও ইউরিয়া সারের মিশ্রণ। পাউরুটিতে ব্যবহার করা হয় পটাশিয়াম ব্রোমেট। আনারস দ্রুত বড় করতে ও পাকাতে হরমোন স্প্রে, বিষাক্ত রাইপেনইথোফেন স্প্রে'র নির্বিচার ব্যবহার। খুঁজতে বসলে এরকম শত শত ভেজালের খবর পাওয়া যাবে। এই ভেজালের রাজ্যে যে ফুলের মতো একটি জিনিসও ঢুকে পড়েছে তা জানলাম এবার। বিক্রেতারা জানালেন, যশোরচুয়াডাঙা, ঝিনাইদহ থেকে এসব ফুল আসছে তাদের কাছে। যেসব পদ্ম ফুল আসছে সবই সাদা বা গোলাপি। তবে বিক্রির আগে ফুলের রঙ পাল্টে দেওয়া হচ্ছে। যে যেমন চান, তাকে সেই রঙেই রাঙিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিদেশ থেকে আসা গ্লাডিওলাস, টিউলিপের মতো ফুলের দাম বেশি তাই দেশি গোলাপ গাঁদা রজনীগন্ধার সঙ্গে রঙ করা পদ্ম মিলিয়ে নজরকাড়া তোড়া তৈরি করে বিক্রি করা হচ্ছে।

ফুলের প্রধান বাজার শাহবাগের ব্যবসায়ীদের দাবি, মূলত ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতেই প্রাকৃতিক ফুলের ওপর কৃত্রিম রঙ ব্যবহার করছেন তারা। ক্রেতারা যে রঙ চান, সে রঙের ফুল সবসময় পাওয়া যায় না, তাই কাজ চালাতে পদ্মফুলের ওপর তারা রাসায়নিক স্প্রে দিয়ে দিচ্ছেন। যে ধরনের রঙ তারা ব্যবহার করছেন, সেগুলো তৈরি হয়েছে কাঠ বা ধাতব বস্তু, দেয়াল বা প্লাস্টিকের ওপর ব্যবহারের জন্য। অথচ জেনে বা না জেনে, অসর্ততা ও অসচেতনতায় এই স্প্রে ব্যবহার করা হচ্ছে ফুলের মতো একটি 'কোমল' জিনিসে। ফুলের ওপর এই রঙ থেকে শরীরের কোনো ক্ষতি হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা সেই ব্যাপারে ভাবছেন না ক্রেতারাও।

ফুলের ওপর ব্যবহার করা হচ্ছে 'অ্যারোসল পেইন্ট'। বোতলের গায়ে ইংরেজিতে উল্লেখ করা আছে, এটি উচ্চমাত্রার দাহ্য পদার্থ। শিশুদের কাছ থেকে এই রঙ দূরে রাখেতে হবে। রঙ মুখে বা পেটে প্রবেশ করলে দ্রুত বমি করানোর চেষ্টা করতে হবে। চোখে লাগলে দ্রুত প্রচুর জল ঢেলে ধুয়ে ফেলতে হবে। ত্বকে লেগে ফুলে গেলে বা চুলকানো শুরু হলে দ্রুত ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। বৃষ্টির দিনে আর্দ্রতা বেশি থাকে, স্প্রে ছড়িয়ে যেতে পারে, তাই এরকম আবহাওয়ায় স্প্রে ব্যবহার না করার নির্দেশনাও দেওয়া আছে।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ ধরনের অ্যারোসল পেইন্টে রয়েছে রেজিনসহ আরো বেশকিছু বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ। এসব দীর্ঘ দিন ব্যবহার করলে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে, ক্ষত বা একজিমা দেখা দিতে পারে। এই রঙ নাকের কাছে নেওয়ার ফলে মাথা ঘোরা, মাথা ব্যথা বা বমি বমি ভাব হতে পারে। যেহেতু উচ্চমাত্রার দাহ্য পদার্থ বলা আছে পেইন্টের বোতলে, তাই গ্লাভস ছাড়া এই রঙয়ের সংস্পর্শে এলে চামড়ায় র‍্যাশ উঠতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের রঙে সংস্পর্শে থাকলে ক্যানসারেরও ঝুঁকি রয়েছে। কেমিস্টরা বলছেন, প্রাকৃতিক ফুলের ওপর এরকম স্প্রে ব্যবহার করা ঠিক নয়। ফুলের ওপর স্প্রে করার জন্য আলাদা এক ধরনের রঙ বা ফ্লোরাল স্প্রে পাওয়া যায়। ওই রঙয়ে ইথানল, আইসোপ্রোপানলের (আপিএ) মতো পদার্থ থাকে, যেগুলো মানবদেহের জন্য তেমন ক্ষতিকর নয়। হ্যান্ডওয়াশেও এসব উপাদান থাকে। তবে ওই রঙও ফুলের ওপর স্প্রে করার পর অন্তত তিন থেকে সাত ঘণ্টা শুকাতে হয়। এরপর ওই ফুল ব্যবহার করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাতে হাত দেওয়া যায় না। কিন্তু বাংলাদেশে ফুলের দোকোনগুলোতে যেসব রঙ ব্যবহার করা হচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছে, সেগুলোতে বিষাক্ত উপাদান রয়েছে। কারসেনোজেনিক এলিমেন্ট (ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে এরকম উপাদান) আছে। এরকম রঙ ফুলের ওপর ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ত্বকে চুলকানি, এলার্জি, ফুলে যাওয়ার মতো সমস্যা হতে পারে। শ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভেতরে প্রবেশ করলে অ্যাজমা হতে পারে। কেমিস্টরা বলছেন, প্রাকৃতিক ফুলের ওপর এরকম স্প্রে ব্যবহার করা ঠিক নয়কেমিস্টরা বলছেন, প্রাকৃতিক ফুলের ওপর এরকম স্প্রে ব্যবহার করা ঠিক নয় প্রশ্ন আসতে পারে, এই বিষ বা ক্ষতির বিষয়ে আমরা সচেতন হবো কীভাবে? দীর্ঘদিনের এই অভ্যাস ঠেকানোই বা যাবে কীভাবে? আইনের প্রয়োগ থেকেও সচেতনতা আসতে পারে। বিষাক্ত রাসায়নিকে পাকানো ফলের ব্যাপারে সরকার কঠোর হওয়ার পর ক্রেতাদেরও সচেতন হতে দেখা গেছে। কেনা পুরোপুরি বন্ধ না করলেও ফলটা ওষুধ দিয়ে পাকানো কিনা অন্তত এই প্রশ্নটা করছেন অনেকে। সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদে নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করার কথা বলা আছে। সরকার পরিবেশ সংরক্ষণে আইন করেছে। পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০১০ অনুযায়ী, 'দূষণ' বলতে পরিবেশের যে কোনো উপাদানের মধ্যে তরল, গ্যাসীয়, কঠিন, তেজস্ক্রিয় বা অন্য কোনো পদার্থের নির্গমনের মাধ্যমে বায়ু, জল, মাটি, গবাদিপশু, বন্য প্রাণী, পাখি, মাছ, গাছপালা বা অন্য সব ধরনের জীবনসহ জনস্বাস্থ্যের ক্ষতির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত আছে।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরোঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

অসমে ভোটার তালিকার বিশেষ সারাংশ সংশোধন

আগামী ১০ নভেম্বর ভোট কেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা এবং ২০২৪ সালের ৩১ জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ পাবে বলে ঘোষণা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসার অনুরাগ গোয়েলের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার পর এবার নির্বাচন কমিশন অসমের জন্য সংশোধনী ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নির্বাচন কমিশন এক্ষেত্রে যাবতীয় পদক্ষেপ নিয়ে আগামী ১০ নভেম্বর ভোট কেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা এবং ২০২৪ সালের ৩১ জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে বলে ঘোষণা করেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসার অনুরাগ গোয়েল।

প্রসঙ্গত ভারতীয় নির্বাচন কমিশন রাজ্যের ডিলিমিটেশনের চূড়ান্ত তালিকা ১১ আগস্ট প্রকাশ করেছিল যেটা ১৬ আগস্ট ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে অনুমোদন পেয়েছে। গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর সচিবালয় জনতা ভবনে বৃহস্পতিবার আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসার অনুরাগ গোয়েল জানান ভারতের নির্বাচন কমিশন রাজ্যের পুনর্গঠিত লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা এলাকা অনুযায়ী ভোটার তালিকার একটি বিশেষ সারাংশ সংশোধন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। বিশেষ সারাংশ সংশোধনের পর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা আগামী ১০ নভেম্বর প্রকাশিত হবে। তাছাড়া আগামী এক ডিসেম্বর রাজ্যের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। ২০২৪ সালের ৩১ জানুয়ারি প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। তবে পরবর্তী নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের এই সংশোধনী প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসার অনুরাগ গোয়েল বলেন চূড়ান্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র এবং ভোটার তালিকা সংশোধন তথা প্রকাশ করার আগে নির্বাচনী ভোটার রেজিস্ট্রেশন অফিসার অর্থাৎ ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার এক্ষেত্রে যাবতীয় খুঁটিনাটি যাচাই করে এবং শারীরিকভাবে প্রত্যেক এলাকায় পৌঁছে ১০০ শতাংশ তথ্য পরীক্ষা করবেন। তাছাড়া ভোটার তালিকায় ব্যাপকভাবে পরিবর্তন হবে। কিছু কিছু নতুন কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে এবং কিছু কেন্দ্রের সীমানা পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রায় ১০ শতাংশ সীমানা পরিবর্তন হয়েছে এবং ১০ শতাংশ নতুনভাবে কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে বলে জানান তিনি। মুখ্য নির্বাচন অফিসার অনুরাগ গোয়েল বলেন সেপ্টেম্বরের ৬ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী কেন্দ্রের সীমানা মতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র গুলির ম্যাপ প্রস্তুত করা হবে। এক্ষেত্রে যোগ করা বিয়োগ করা এবং স্থানান্তর করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। তবে আগামী ১ ডিসেম্বরে পর থেকেই বিশেষভাবে এটা কার্যকরী হবে। তাছাড়া গত ২১ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া প্রাক সংশোধনী প্রক্রিয়া আগামী ৫ সেপ্টেম্বর সমাপ্ত হবে। এই প্রক্রিয়ার অধীনে বাকি পড়ে থাকে যাবতীয় দাবি আপত্তির কাজ সম্পন্ন করে তোলা হবে। এরপর এক্ষেত্রে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে ভোটার তালিকার ডেটা ইআরও এনইটি ২.০ তে আপলোড করে দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসার বলেন পরবর্তী লোকসভা নির্বাচন পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। এর ফলে বর্তমানের ডেটাবেসে থাকা যাবতীয় তথ্য বিশেষ করে লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের নাম অনুযায়ী ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নাম এবং জেলার নাম পরিবর্তন হবে। তাছাড়া ব্লক, গ্রাম পঞ্চায়েত, ওয়ার্ড, সার্কেলের নাম এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ম্যাপিং যাবতীয় তথ্য নতুন ভাবে তালিকাভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। মুখ্য নির্বাচন অফিসার অনুরাগ গোয়েল বলেন ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রকে চিহ্নিত করতে হবে। ১৪০০ এর অধিক ভোটারদের নাম কোনো ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে থাকতে পারবেনা। এই প্রক্রিয়া ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত সম্পূর্ণ করে তোলা হবে। এরপরেই আগামী ১০ নভেম্বর চূড়ান্ত ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করা হবে।

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার পর সেটার যাবতীয় তথ্য সফটওয়্যার এ সন্নিবিষ্ট করা হবে। এরপরেই ১ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে বলে জানান রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসার অনুরাগ গোয়েল। তিনি বলেন এরপর ১ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ, বি এবং সি ফরমের মাধ্যমে ভোটারদের যাবতীয় দাবি আপত্তি এবং সংশোধনের প্রস্তাব গ্রহণ করবে নির্বাচন কমিশন। অবশেষে ২০২৪ সালে ৩১ জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। তিনি বলেন রাজ্যের ৫০ টি নির্বাচনী জেলায় ইভিএম পরীক্ষণ এর কাজ শুরু হতে চলেছে। আগামী এক সেপ্টেম্বর থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে। এক্ষেত্রে যাবতীয় রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আগামী বুধবার একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রক্রিয়ায় যান্ত্রিক সমস্যা থাকা ইভিএম মেশিনগুলোকে হায়দ্রাবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তাছাড়া যেই ইভিএম মেশিন গুলো ভালো থাকবে সেগুলো স্ট্রংরুমে রাখা হবে। পুনর্গঠনের পর রাজ্যের যাবতীয় ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে সনাক্ত হওয়ার পরেই কতটি ইভিএম এর প্রয়োজন হবে সেটা জানা যাবে বলে উল্লেখ করেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসার অনুরাগ গোয়েল।

রাজ্যের রাজনীতিতে ফের মহাভারত প্রসঙ্গ

মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকাকে দুঃশাসন বলে আখ্যা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার, তাকে পাল্টা দুর্যোধন বলে নিজেদের পাণ্ডব বলে মন্তব্য মন্ত্রীর

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ ফের শুরু হয়েছে মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা এবং অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরার মধ্যে বাকযুদ্ধ। এরই মাধ্যমে রাজ্যের রাজনীতিতে ফের মহাভারত প্রসঙ্গ উত্থাপন। এবার দূর্যোধন দুঃশাসন নিয়ে রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ অব্যাহত শাসক বিরোধী দুই নেতার মধ্যে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকাকে দুঃশাসন বলে আখ্যা দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তবে এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি ভূপেন বরাকে পাল্টা দুর্যোধন বলে মন্তব্য করার পাশাপাশি নিজেদের পাণ্ডব বলে অভিহিত করেছেন। প্রসঙ্গত সন্ধ্যা সাতটার পর রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে মহিলার প্রবেশ নিষিদ্ধ বলে একটি গুজবকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া শাসক দলের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছিলেন। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেছেন দেবব্রত শইকীয়াকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যাতে তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে না যান। যদি তিনি এভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যান তাহলে বিজেপিও যাবে এবং আরো বেশি করে যাবে। এক্ষেত্রে দেবব্রত শইকীয়ার সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়। তারা যদি সীমা পার করে যান তাহলে বিজেপিও আরো বেশি করেছি সেটা পার করবে বলেও সতর্ক করে দিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। এক্ষেত্রে তিনি বলেন সমাজদার কে লিয়ে ইশারা কাফি হে। কংগ্রেস যদি সীমা পার করা যায়, তাহলে বিজেপি এমন দূর যাবে যে শরীরে কাপড় পর্যন্ত থাকবে না বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার এই মন্তব্যের পরেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি মহাভারতের দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন যে সময় দুঃশাসন বস্ত্রণ করেছিলেন ভীম তার রক্ত পান করেছিলেন। তবে কংগ্রেস রক্ত পান করবে না। বস্ত্র হরণকারী দুঃশাসনের অসমে কোন স্থান নেই। রাজ্যের সাধারণ মানুষ, নতুন প্রজন্ম দুঃশাসনকে কখনো সম্মান করবেন না। অসং বিধানসভায় বিরোধী দলপতির আসন একটি গণতান্ত্রিক মর্যাদা পূর্ণ আসন। মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা এভাবে বিরোধী দলপতির যে বস্ত্রহরণের কথা বলেছেন সেটা অসমীয়া জাতির বিরোধী সত্তার বস্ত্র হরণ করবেন বলে বলেছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। তবে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন তিনি বস্ত্রহরণের কথা উল্লেখ করেননি। নিজে নিজে কাপড় খুলে যাবে সেটা বলেছেন। কাপড় খুলে যাওয়া যদি অপসংস্কৃতি হয় তাহলে এই অপসংস্কৃতির মূল বাহক কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। কারণ তিনি বিভিন্ন সময়ে নিজে নিজের কাপড় ছিঁড়ে দেওয়ার নজির সৃষ্টি করেছেন। মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন তিনি স্বয়ং কাপড় খুলে দেওয়ার কথা বলেননি। কংগ্রেস সভাপতি ভুপেন বরা এইসব বলে নিজেই দুর্যোধন দুঃশাসন হয়েছেন। নির্বাচনের ফলাফলে প্রত্যেকেই সেটা টের পেয়ে যাবেন। বিজেপি ১১ টি আসন দখল করে ১২ টি আসনের দিকে যাবে। ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে ফের জয়ী হবে বিজেপি। এরপরেই প্রত্যেকে বুঝতে পারবেন দূর্যোধন কে আর পান্ডব কে। কারণ পাণ্ডব যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা ফের মন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন অসমের সাধারণ জনতা বহু নেতাকে মাথার উপরে উঠিয়েছেন এবং বহু নেতাকে ফেলে দিয়েছেন। ফলে রাজ্যবাসীর এই আদর ভালবাসা স্থায়ী নয়। তবে এই আদর ভালোবাসা ধরে রাখতে জানতে হবে। কংগ্রেসও এই ধরনের আদর ভালোবাসা পেয়েছিল যেটা বর্তমান বিজেপি পাচ্ছে। কিন্তু বিজেপি এই আদর ভালবাসা পাওয়ার পর রোল মডেল হিসেবে নিজেদের দুঃশাসন হিসাবে প্রতিপন্ন করা ঠিক নয়। তিনি বলেন মন্ত্রী দেবব্রত শইকীয়ার বস্ত্র হরণ করবেন বলে বলেছেন। তার যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে রাজ্যের একজন সাধারন ব্যক্তিকে স্পর্শ করে দেখাতে মন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তিনি কত বড় দুঃশাসন সেটা যে কোন ব্যক্তিকে স্পর্শ করে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকাকে প্রত্যাহ্বান জানিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা।

রাজ্যের নার্সিং, ফার্মাসি শিক্ষা অনুষ্ঠান তথা সংলগ্ন স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণের জন্য কেবিনেটের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

প্রতিমাসে ১০ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত অন্ন সেবা সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে হিতাদিকারীদের বিনামূল্যে চাল বিতরণ বাধ্যতামূল করা হয়েছে বলে মন্তব্য মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের ১০১ সংখ্যক কেবিনেট বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি ছাড়াও গ্রাম্য বৈদ্যুতিকরণ ইত্যাদি বিষয়ে নানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে রাজ্যের নার্সিং, ফার্মাসি শিক্ষা অনুষ্ঠান তথা সংলগ্ন স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণের জন্য কেবিনেটের তরফে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতিমাসে ১০ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত অন্ন সেবা সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে হিতাদিকারীদের বিনামূল্যে চাল বিতরণ বাধ্যতামূল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া।

মহানগরের অসম সচিবালয় জনতা ভবনে বৃহস্পতিবার বিকেলে এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন এতদিন ধরে রাজ্যের নার্সিং, ফার্মাসি শিক্ষা অনুষ্ঠান তথা সংলগ্ন স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্তে কোন ধরনের নিয়ম নীতি ছিল না। এর ফলে এক্ষেত্রে নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছিল। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ছাড়াই বিভিন্ন স্থানে ফার্মেসি, নার্সিং ইত্যাদির ইনস্টিটিউট গড়ে উঠেছে। কিন্তু এবার এই যাবতীয় সংলগ্ন স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ক্ষেত্রের শিক্ষানুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি নিয়ম নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। এর অধীনে পরিকাঠামো, পাঠক্রম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ম প্রস্তুত করা হবে। ফলে বর্তমান এই ধরনের শিক্ষানুষ্ঠান শুরু করার জন্য আবেদন করা প্রতি ব্যক্তি কিংবা সংস্থাকে যাবতীয় নিয়মকানুন মেনে সেটা শুরু করতে হবে। তাছাড়া বর্তমান যতগুলো নার্সিং, ফার্মেসি ইত্যাদি ক্ষেত্রের মেডিকেল ইনস্টিটিউট রয়েছে তাদের আগামী তিন বছরের মধ্যে যাবতীয় নিয়ম কানুন পালন করতে হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন রেশন কার্ডের মাধ্যমে হিতাদিকারীদের চাল বিতরণ করা হলেও এক্ষেত্রে কোন ধরনের সুস্পষ্ট নীতিনিয়ম নেই। এর ফলে কোন মাসের চাল কাকে দেওয়া হচ্ছে কিংবা কখন এফসিআই গুদাম থেকে চাল আনা হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়গুলো তদারক করা অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছে। ফলে এক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট শৃংখল পদ্ধতি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। ফলে এর অধীনে প্রতিমাসের ১ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত চাল এফসিআই গুদাম থেকে রেশন দোকানে পৌঁছানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এরপর সেই চাল পাওয়ার পর প্রতিমাসের ১০ থেকে ১৬ তারিখের মধ্যে হিতাদিকারীদের বিনামূল্যে এই চাল বাধ্যতামূল ভাবে বিতরণ করতে হবে। এই সময়কে অন্ন সেবা সপ্তাহ হিসাবে পালন করা হবে বলে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তিনি বলেন এদিনের কেবিনেট বৈঠকে পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজনীয়তার জন্য বর্তমান অব্যাহত থাকা বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা অনুমোদন জানিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গুয়াহাটি মহানগর পুলিশ কমিশনারেট বিল্ডিং এর জন্য ১১০.৯৮ কোটি টাকা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এপ্রুভাল দেওয়া হয়েছে। একইভাবে মন্ত্রিসভা ফ্রিডম মোমেঃট পার্ক যোরহাট কারাগারে নির্মাণের ক্ষেত্রে ১৯৮.৮১ কোটি টাকার অনুমোদন জানিয়েছে। যোরহাটের লাচিত ময়দামের জন্য ২১৪.৯৬ কোটি টাকা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এপ্রুভাল দেওয়া হয়েছে। বটদ্রোবা থানের জন্য ১১৪.২২ কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। কামরূপ জেলায় আলাবয় পিটি ক্ষেত্র নির্মাণের জন্য ১৫৫.৭৫ কোটি টাকার অনুমোদন জানানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। তাছাড়া গ্রাম্য বৈদ্যুতিকরণের জন্য ১১২.৬৮ কোটি টাকার অনুমোদন জানানো হয়েছে।

মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন অক্টোবরে চড়াইদেউ মৈদাম পরিদর্শনের জন্য ইউনেস্কোর দল আসবে। এই পরিদর্শন যাতে চড়াইদেউ মৈদামকে বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্র হিসাবে স্বীকৃতি দিতে পারে সেটার জন্য ব্যবস্থা সুন্দরভাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের কেবিনেট। তাছাড়া অসমের বন্যা পরিস্থিতি আরোহন প্রকল্প সম্পর্কে মন্ত্রিসভায় আলোচনা করা হয়েছে। তাই অহম ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে জাতি গত পরমব্রত প্রদানের কর্তৃত্ব কেবিনেটের হাতে আনা হয়েছে। আরোহন প্রকল্পের অধীনে দশটি জেলার ছাত্রছাত্রী মহানগরে আসবে, এক্ষেত্রে প্রত্যেক মন্ত্রী এবং সেই জেলার অভিভাবক মন্ত্রীদের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন সিনিয়র গ্রেড কম্পিউটার অপারেটরের ক্ষেত্রে যদি তাদের অন্যান্য কোয়ালিফিকেশন ঠিক থাকে তাহলে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে সেটা উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে গ্রহণ করা সংক্রান্তে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন তিনি। অর্থাৎ শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে সিনিয়র গ্রেড কম্পিউটার অপারেটরদের উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া।

হিন্দু ধর্ম

সুনীল কুমার দে

হিন্দুধর্ম কাউকে কাফের বলে না বলে অমৃতের সন্তান।
সকল মানুষের মাঝে রয়েছেন একই ভগবান।।
হিন্ধু ধর্ম কাউকে ঘৃণা করে না ভালোবাসতে শেখায়।
যত্র জীব তৎর জীব বলে প্রেমের বাণী ছড়ায়।।
বসুধইবো কুটুম্বকম কেবল হিন্দু ধর্মেই চলে ।
সর্বে ভবন্তু সুখীন হিন্দু ধর্মই একথা বলে।।
যত মত তত পথ কেবল হিন্দু ধর্ম স্বীকার করে।
গড আল্লা আর ভগবানকে কভু না পৃথক ধরে।।
হিন্দু ধর্ম কারো ধর্মস্থান ভাঙে না বরং গড়ে।
ধর্মান্তকরন কাউকে করে না বরং হাত জোড়ে।।
হিন্দু ধর্মের সংস্থাপক নেই তাই এ ধর্ম সনাতন।
সৃষ্টি থেকেই আছে বলে তাই এ ধর্ম পুরাতন।।
হিন্দুধর্মে প্রেম আছে,
আছে স্নেহ ভালোবাসা।
দয়া,মায়া ,পরোপকার
ক্ষমা আর ভরসা।।
সেবা ত্যাগের বাণী শোনায় হিন্দু ধর্ম সদা।
আত্ম জ্ঞানের শিক্ষা দেয় হিন্দু ধর্ম সর্বদা।।
বিশ্ব শান্তির কথা বলে হিন্দু ধর্ম শুধু।
হিন্দু ধর্ম কারো ক্ষতি করে না এ ধর্মে আছে জাদু।।
এ ধর্মে বেদ পুরান আছে আছে গীতা ভাগবত।
রামায়ণ মহাভারত আছে,আর আছে কথামৃত।
হিন্দু ধর্মে কত অবতার আছেন কত আছেন মুনি ঋষি।
কত ভক্ত কত সাধক
ধন্য করেছেন ধরায় আসি।।
হিন্দু ধর্মের গ্লানি হলে ভগবান হন অবতার।
হিন্দু হয়ে জন্মানো তাই বড় গর্বের ব্যাপার।।
স্বধর্মে নিধন শ্রেয় তাই হিন্দু ধর্ম কে ছেড়ো না।
সগর্বে বলো আমি হিন্দু ভয় কাউকে করো না।।
হিন্দু ধর্ম সবার জননী হিন্দু ধর্ম এক মহাসাগর।
হিন্দু ধর্মে সব ধর্ম মিশেছে নেই কোনো আপন পর।।

মেসিকে পাশে চান আন্দোলনকারী হোটেলশ্রমিকেরা

লস অ্যাঞ্জেলেস (ওয়েবডেস্ক) ঃ জনপ্রিয়তা ও মানের দিক থেকে পিছিয়ে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ফুটবলে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করেছেন লিওনেল মেসি। 'এলএম টেন'-এর প্রভাবে ইন্টার মায়ামি জিতে নিয়েছে নিজেদের প্রথম ট্রফি। এ ছাড়া অন্য একটি টুর্নামেন্টের ফাইনালে ওঠার পাশাপাশি তারা এখন লড়ছে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) প্লেঅফ নিশ্চিতেও।

তবে শুধু মাঠেই নয়, মাঠের বাইরেও মেসি ব্যাপক প্রভাব ফেলেছেন। এরই মধ্যে মেসির অটোগ্রাফ নিতে গিয়ে এবং মেসিকে দেখতে গিয়ে চাকরি হারানো এবং জেলে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। এবার ঘটেছে আরও অভিনব ঘটনা। মেসি ও তাঁর সতীর্থদের নিজেদের আন্দোলনে একাত্ম হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেসের স্থানীয় শ্রমিকদের একটি দল।

২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলতে আর্জেন্টিনায় যাওয়ার আগে মেসি নিজের শেষ ম্যাচ খেলবেন ৪ সেপ্টেম্বর লস অ্যাঞ্জেলেসের বিপক্ষে। প্রতিপক্ষের মাঠে এ ম্যাচ খেলার জন্য মেসিরা লস অ্যাঞ্জেলেস ভ্রমণ করবেন। কিন্তু যেখানে মেসিরা এই ম্যাচ খেলবেন, সেই শহরের একদল শ্রমিক এখন আন্দোলন করছে।

এই আন্দোলন শুরু করেছেন সান্তা মোনিকায় অবস্থিত হোটেল ফেয়ারমোন্ট মিরামার কর্মীরা। গত বুধবার থেকে পিকেটিংসহ অন্যান্য কর্মসূচি পালন করছেন তাঁরা। সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন একই অঞ্চলের হাজারো শ্রমিক। মূলত আবাসন খরচ কমানো এবং নিজেদের বেতন বাড়ানোর দাবিতেই তাঁদের এই আন্দোলন। এবার শ্রমিকদের পক্ষ থেকে মেসি ও ইন্টার মায়ামি দলকে আন্দোলনে একাত্ম হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এক বিবৃতিতে লস অ্যাঞ্জেলেসের হোটেল শ্রমিকদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'আমরা জেনেছি, ইন্টার মায়ামি এবং গ্রেট লিওনেল মেসি আগামী রোববার এলএএফসির বিপক্ষে ম্যাচ খেলার জন্য লস অ্যাঞ্জেলেসে আসছে। এখন আমরা হাউজকিপার, পাচক, বেলম্যান এবং সেবাদানকারী কর্মীদের পক্ষ থেকে মেসি এবং তাঁর সতীর্থদের আহ্বান করছি আমাদের সঙ্গে যেন তাঁরা একাত্মতা প্রকাশ করেন এবং ফেয়ারমোন্ট মিরামার থেকে যেন দূরে অবস্থান করেন।' এ সময় বিবৃতিতে ফেয়ারমেন্টসহ ১৩টি হোটেলকে ঘিরে ধর্মঘট চলার কথা জানিয়েছে শ্রমিকদের সংগঠনটি। বিষয়টি নিয়ে বার্তা সংস্থার পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া জানতে ইন্টার মায়ামি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তারা এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। অন্য দিকে ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, তারাও ইন্টার মায়ামির কাছ থেকে কোনো উত্তর পায়নি।

এই মুহূর্তে অবশ্য আন্দোলন নিয়ে ভাবার খুব বেশি সুযোগ নেই মেসিদের।এমএলএসের আগের ম্যাচে ন্যাশভিলের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করার পর প্লেঅফ নিয়ে বেশ চাপে আছে তারা। এখন লস অ্যাঞ্জেলেসের বিপক্ষেও পয়েন্ট হারালে পথটা তাদের জন্য আরও কঠিন হয়ে যাবে। বর্তমানে এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকায় ১৫ দলের মধ্যে ১৪ নম্বরে আছে মায়ামি। ২৪ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ২২। হাতে থাকা ১০ ম্যাচে ভাগ্য বদলানোর পথটা এখন দলটির জন্য বেশ কঠিন। এদিকে বরাবরের মতো ইন্টার মায়ামির এই ম্যাচ ঘিরে টিকিটের কাড়াকাড়ি চলছে। দর্শকদের তুমুল আগ্রহের কারণে টিকিটের দাম বেড়ে এখন ৮৩৪ ডলার থেকে ১৭ হাজার ডলারের মধ্যে গিয়ে ঠেকেছে। বলাবাহুল্য, টিকিটের দামের ঊর্ধ্বগতির কারণও মূলত মেসিই।

বাংলাদেশ আফগানিস্তান ম্যাচে নিজেদের ফেবারিট বললেন আফগান কোচ

কাবুল (ওয়েবডেস্ক) ঃ 'বাংলাদেশ আফগানিস্তানের মধ্যে কাকে ফেবারিট বলবেন?' জোনাথন ট্রটকে প্রশ্নটা সংবাদ সম্মেলনের শেষের দিকে করলেন এক পাকিস্তানের সাংবাদিক। প্রথমে প্রশ্নটা বুঝতে পারছিলেন না আফগানিস্তান দলের প্রধান কোচ। যখন বুঝতে পারলেন, তখন নিজের গায়ের জার্সিতে লাগানো আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের লোগোতে আঙুল দিয়ে যা বোঝালেন, সেটা লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামের সংবাদ সম্মেলনকক্ষে উপস্থিত সাংবাদিকদের বুঝতে অসুবিধা হলো না। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর রোববার লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে তিনি নিজের দলকেই এগিয়ে রাখছেন। আফগান কোচের এতটা আত্মবিশ্বাসী হওয়ার শক্ত যুক্তিও আছে। গত জুলাই মাসেই তো আফগানিস্তান বাংলাদেশকে প্রথমবারের মতো ওয়ানডে সিরিজে হারাল। সেটাও বাংলাদেশের ঘরের মাঠে। তাদের সেই স্মৃতি তো এখনো তরতজা। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে ট্রট সেই সিরিজের কথাই টেনে এনে বললেন, 'আমরা সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলেছি। বাংলাদেশের বিপক্ষেও সিরিজ খেলেছি। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশকে সিরিজে হারিয়েছি। এটা নিশ্চয়ই বড় অর্জন। দুই দলই জানে, কার শক্তি কেমন। আমি ভালো ক্রিকেট প্রত্যাশা করছি।' গত বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডিতে হয়ে যাওয়া বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার ম্যাচটা দেখেছেন সাবেক এই ইংলিশ ব্যাটসম্যান। এশিয়া কাপে গ্রুপ 'বি'-এর প্রথম ম্যাচে ৫ উইকেটে জিতেছে লঙ্কানরা। প্রথম ম্যাচে বাজেভাবে হারায় বাংলাদেশের এশিয়া কাপের সুপার ফোরে খেলার আশা এখন নড়বড়ে হয়ে গেছে। দৌড়ে টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশকে আফগানিস্তানের বিপক্ষে পরের ম্যাচ জিততেই হবে, সেটাও বড় ব্যবধানে। এরপর তাকিয়ে থাকতে হবে গ্রুপ পর্বে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচের দিকে। সে ম্যাচে আফগানরা হারলে হয়তো সুপার ফোরে জায়গা হবে বাংলাদেশের। গ্রুপ 'বি'-এর এই সমীকরণ ট্রটেরও ভালোই জানা। আর সে কারণেই তিনি বললেন, 'আমি ম্যাচটা (বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা) দেখেছি। দুই দলকেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভালো করতে দেখেছি। সুতরাং আমি জানি, আমাদের কাজটা কঠিন হবে। দুটি ম্যাচই কঠিন হবে। আমাদের প্রথম ম্যাচ যেহেতু বাংলাদেশের বিপক্ষে, গতকালের হারের পর বাংলাদেশ আমাদের বিপক্ষে জেতার জন্য মরিয়া হয়ে নামবে।' কীভাবে সেই বাংলাদেশকে সামলাতে হবে, সেটাও নিজের দলকে জানিয়েছেন আফগানিস্তানের প্রধান কোচ, 'আমাদের কাজ হচ্ছে, ওরা যে তীব্রতা নিয়ে খেলবে, সেই তীব্রতায় খেলা। যদি ওই মানসিকতা নিয়ে খেলতে না পারি, ওদের চেয়ে দক্ষতায় এগিয়ে না থাকি, তাহলে আমরা চাপে পড়ব। আজ ছেলেদের প্রতি আমার এই বার্তাই ছিল। আগামীকালও একই কথা বলব। ম্যাচের দিনও তাই।' ম্যাচের ভেন্যু লাহোরে গত কয়েক দিন অনুশীলন করছেন রশিদনবীরা। আর বাংলাদেশ দল লাহোরে পৌঁছেছে আজ। আগামীকাল বিকেলে একটি অনুশীলন সেশন করেই রোববার ম্যাচ খেলবেন সাকিবরা। সূচির যে বিড়ম্বনার সঙ্গে বাংলাদেশকে মানিয়ে নিতে হচ্ছে, সে সমস্যা নেই আফগানদের। যদিও আফগান কোচ এ নিয়ে ভাবতেই চাচ্ছেন না, 'আমরা শ্রীলঙ্কায় গরমে খেলেছি। ক্যান্ডিতে গতকাল কেমন তাপমাত্রা ছিল জানি না। তবে এ অঞ্চলের সব দেশের খেলোয়াড়ই গরমে খেলে অভ্যস্ত। আমরা যদি মনে করি, এখানে আগে আসার কারণে আমরা এগিয়ে থাকব, তাহলে বিপদে পড়ব। আবহাওয়া যেমনই হোক, আমাদের মানিয়ে নিতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে, আমরা যেন ওদের চেয়ে ভালো খেলি।' এশিয়া কাপে টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশকে আফগানিস্তানের চেয়ে ভালো খেলতেই হবে।

শাহিনের বলে রোহিতকে সতর্ক হতে বললেন হেইডেন

কলকাতা ঃ গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ২০ ইনিংসে মোট ২৯ জন ডানহাতিকে আউট করেছেন শাহিন আফ্রিদি, এর মধ্যে ১০ জনকে ফিরিয়েছেন নতুন বলে। আগামীকাল শাহিন নামছেন ভারতের বিপক্ষে, যে দলের ব্যাটিং লাইনআপের টপ অর্ডারে অধিনায়ক রোহিত শর্মা, তারকা ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি এবং নতুন সেনসেশন শুভমান গিল তিনজনই ডানহাতি। এর মধ্যে রোহিতের ব্যাপারটি আলাদা। ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এই শাহিনের ইয়র্কারে তিনি এলবিডব্লু হয়েছিলেন। তারও আগে ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ফাইনালে একইভাবে আউট হয়েছিলেন মোহাম্মদ আমিরের বলে। পাকিস্তানের বাঁহাতি পেসারদের বিপক্ষে শুরুর দিকের এই দুর্বলতায় রোহিতকে কী করতে হবে, সেই পরামর্শ দিয়েছেন ম্যাথু হেইডেন। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ওপেনারের মতে, ইনিংসের প্রথম দিকে শাহিনের বলে রক্ষণাত্মক থাকতে হবে ভারতীয় অধিনায়ককে।

হেইডেন একসময় পাকিস্তান দলের পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। সেই সূত্রেই শাহিনের বোলিং কাছ থেকে দেখা। এশিয়া কাপের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে স্টার স্পোর্টসের এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, 'শাহিন আফ্রিদির বোলিংয়ের বিপক্ষে রক্ষণশীল হতে হবে। (২০২১ টি-টোয়েন্টি) বিশ্বকাপের কথা স্মরণ করে দেখুন। শাহিন কিন্তু শুরুতেই উইকেট তুলে নিয়েছিল। ওই দিন সে রোহিতের বিপক্ষে যে ডেলিভারি দিয়েছিল, সেটি আমরা কখনোই ভুলব না। সুতরাং শাহিনের বলে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে।' সতর্ক থাকা বলতে শুরুতে শাহিনের বোলিংয়ের ধরন পর্যবেক্ষণ করা, 'শাহিনের বল যদি সুইং করে থাকে, তাহলে প্রথম তিন ওভার ছেড়ে দাও।'

শুধু শাহিনই নন, পাকিস্তানের পেস আক্রমণে হারিস রউফ ও নাসিম শাহ আছেন, যাঁরা ব্যাটসম্যানদের সমস্যায় ফেলতে পারেন। হেইডেনের মতে, তাঁদের সামলাতে ভারতের ভিন্নধর্মী পরিকল্পনা থাকা দরকার, 'ভারতকে পাকিস্তানের পেসত্রয়ীর বিপক্ষে খেলতে হবে। এটা কিন্তু এই গ্রহের অন্যতম ঝাঁজালো লড়াইয়ের ম্যাচ। শাহিন, হারিস, নাসিমের মতো তিনজন ভিন্নধর্মী বোলার আছে পাকিস্তানের। এদের বিপক্ষে খেলতে ভারতীয় দলেরও ভিন্নধর্মী পরিকল্পনা থাকতে হবে।'

শাহিনের পাশাপাশি আলাদাভাবে হারিসের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন হেইডেন। বিশেষ করে ধীরগতির ক্যান্ডি পিচের ক্ষেত্রে ডানহাতি এ পেসার মাথাব্যথার কারণ হতে পারে বলে মনে করেন অস্ট্রেলিয়ার মহাপরাক্রমশালী দলের এ সদস্য, 'ক্যান্ডির কন্ডিশনটা এমন যে প্রচুর বাউন্স হয়। এদিকে খেয়াল রাখতে হবে বিশেষ করে হারিস রউফের বোলিংয়ে। সে কিন্তু জোরের সঙ্গে বল ভেতরে রাখতে চাইবে, অফ স্টাম্পের ওপরের জায়গাটা লক্ষ্য বানাবে।'

টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানদের বাবরকে অনুসরণ করতে বললেন শাস্ত্রী

মুম্বাই ঃ চাপের ম্যাচগুলোতে সফল হতে গেলে টপ অর্ডারের ব্যাটসম্যানদের বাবর আজমের ব্যাটিংয়ের ধরন অনুসরণ করতে বলেছেন ভারতের সাবেক কোচ রবি শাস্ত্রী। অন্যদিকে এশিয়া কাপে ভারত ও পাকিস্তানের ম্যাচে ভারতকেই ফেবারিট মনে করলেও পাকিস্তান আগের চেয়ে ব্যবধান অনেকটাই কমিয়ে এনেছে বলেও মনে করেন সাবেক এ অলরাউন্ডার।

নেপালের বিপক্ষে এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে ক্যারিয়ারের ১৯তম সেঞ্চুরি পেয়েছেন বাবর। পাকিস্তান অধিনায়কের এটি ছিল ওয়ানডেতে মাত্র ১০২তম ইনিংস। এখনকার ওয়ানডেতে দলগুলোর সফল হতে গেলে বাবরকে অনুসরণ করতে বলেছেন শাস্ত্রী। ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফোকে তিনি বলেছেন, 'সে ৩০ ও ৪০ রানের ইনিংসগুলোকে সেঞ্চুরিতে পরিণত করে। এবং এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কয়েকটি বল খেলার কথা বলি ক্রিজে নেমে। কিন্তু শীর্ষ তিন ব্যাটসম্যানের কেউ যদি সেঞ্চুরি পায়, আপনি ৩০০ রানের বেশি স্কোর পাবেন।'

অবশ্য বাবরের এমন প্রশংসা করলেও আগামীকাল পাল্লেকেলের লড়াইয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর দল পাকিস্তানের চেয়ে তিন নম্বর দল ভারতকেই এগিয়ে রেখেছেন শাস্ত্রী। তাঁর মতে, 'আমি ভারতকেই ফেবারিট বলব। ২০১১ সালের পর থেকে এটিই তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দল। এই খেলোয়াড়েরা এবং একজন অধিনায়ক, যে পোড় খাওয়া, যে এই ক্ষেত্রটা অনেকের চেয়েই ভালো বোঝে।'

তবে পাকিস্তানকেও খুব একটা পিছিয়ে রাখছেন না তিনি, 'এটাও বলতে হবে, পাকিস্তান ব্যবধান কমিয়ে এনেছে। সাত-আট বছর আগে দুই দলের শক্তিমত্তা, খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা ব্যবধান ছিল। তবে পাকিস্তান সেটি কমিয়ে এনেছে। তারা খুবই ভালো দল, ফলে (তাদের হারাতে) আপনার সেরাটা দিতে হবে।' অবশ্য ভার-পাকিস্তানের মতো এমন চাপের ম্যাচে খেলোয়াড়দের সাম্প্রতিক ফর্মের চেয়ে টেম্পারমেন্ট বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলেও মনে করেন শাস্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'এটিই গুরুত্বপূর্ণ-শান্ত থেকে এটিকে আরেকটি ম্যাচ বলে বিবেচনা করা। নিজের মনে এটি নিয়ে বেশি উত্তেজিত না হওয়া, যাতে আপনি ভিন্নভাবে ভাবতে পারেন। অন্য যেকোনো ম্যাচের মতোই খেলতে হবে। কিন্তু অবচেতন মনে যে চাপ, সেটির কারণে মানসিক দিক দিয়ে শক্ত মানুষেরা কাজটা ঠিকঠাক করতে পারে।'

সব মিলিয়ে আরেকটি রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের আশা শাস্ত্রীর, 'দুই দলের খেলোয়াড়দের দিকে তাকালে দেখবেন, তারা দারুণ। দারুণ এক প্রদর্শনী হবে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে কে চাপ ভালোভাবে সামলাতে পারে, কে বেশি স্থিতধী, কার চিন্তাভাবনার প্রক্রিয়া বেশি পরিষ্কার-তারাই বড় মঞ্চে পারফর্ম করে বেরিয়ে আসতে পারে।'

এ কারণে সাম্প্রতিক ফর্মেও কিছু যায় আসে না বলেও মনে করেন তিনি, 'ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ফর্ম দিয়ে কাউকেই বিচার করবেন না। কারণ, কঠিন মানসিকতার ছেলেরা হয়তো ছয় মাস আগে তেমন কিছু করেনি, কিন্তু ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে তারা ঠিকই এগিয়ে আসবে। তারা এ ম্যাচের গুরুত্ব জানে, তারা জানে ভালো করলে তারা কোথায় চলে যাবে। তারা ঠিকই টগবগ করবে।'

ভালো করার জন্য আরেকটি ব্যাপারেও গুরুত্ব দিয়েছেন শাস্ত্রী, সেটি হচ্ছে ফিল্ডিং। এ ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার উদাহরণ টেনেছেন তিনি, 'ফিল্ডিংও গুরুত্বপূর্ণ হবে। কারা ভালো ফিল্ডিং করছে, সেটি দেখতে হবে। শ্রীলঙ্কা গতবার এশিয়া কাপ জিতেছিল ফিল্ডিংয়ে ভর করেই। ১৯৯৬ সাল থেকেই তারা উপমহাদেশের সেরা ফিল্ডিং দল, গত এশিয়া কাপে অসাধারণ ছিল। তারাই শিরোপাজয়ী, সেটি ভুললে চলবে না। শ্রীলঙ্কান কন্ডিশনে তাই তাদের বাদ দেওয়া যাবে না। আর ভারতের ফিল্ডিংয়ে যদি উন্নতি হয়, তাহলে তারা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।'

দক্ষিণ কোরিয়া 'দখলের' বিষয়ে প্রথমবারের মত সামরিক মহড়ার প্রচার করলো উত্তর কোরিয়া

পিয়ংইয়ং (ওয়েবডেস্ক)ঃ উত্তর কোরিয়ার সামরিক বাহিনী পাল্টা হামলা মহড়ার অংশ হিসেবে পুরো দক্ষিণ কোরিয়া দখলের মহড়া দিয়েছে। উত্তর কোরিয়ার সমস্ত সামরিক বাহিনীকে নিয়ে এমন মহড়া এর আগে কখনও হয়নি বলে জানিয়েছে এ দেশের সরকারি মিডিয়া। এই কর্মকাণ্ডের পর রাতারাতি কৌশলগত পারমাণবিক হামলা মহড়া হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী উলচি ফ্রিডম শিল্ড নামে ১১ দিনের প্রতিরক্ষামূলক মহড়া শেষ করেছে। তারই প্রতিক্রিয়ায় এই মহড়া বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছে উত্তর কোরিয়ার কেন্দ্রীয় সংবাদ সংস্থা। এই বিষয়ে তারা দুটি পোস্ট দিয়েছে। প্রসঙ্গত, উলচি ফ্রিডম শিল্ড বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় মাপের মহড়া ছিল।

যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার এই কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত মহড়ার পাশাপাশি কয়েক ডজন ফিল্ড মহড়াও দেওয়া হয়। উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক হামলার বিরুদ্ধে সমন্বিত জবাব দেওয়ার দিকে জোর দেওয়া হয়েছিল এই মহড়ায়।

কেসিএনএর চিত্রগুলিতে দেখা গেছে, চশমাপরা কিম জং উন অস্পষ্ট মানচিত্রের পটভূমিতে যুদ্ধ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করছেন। গোটা সেনাবাহিনীযুক্ত এই কম্যান্ড মহড়া মঙ্গলবার খতিয়ে দেখেন তিনি। কেসিএনএ বলেছে, শত্রুপক্ষের আচমকা সশস্ত্র আক্রমণকে প্রতিরোধ করে এবং সার্বিক পাল্টা হামলা চালিয়ে দক্ষিণের সমগ্র অঞ্চল দখল করে নেওয়াই এর লক্ষ্য। পাশাপাশি বলা হয়েছে, কিমের সাথে ছিলেন উত্তর কোরিয়ার কোরীয় পিপলস আর্মি মার্শাল পাক জং চন ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী কাং সুন নাম। কিম পরামর্শের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে, মূল সামরিক কেন্দ্র, সামরিক বন্দর, বিমান ঘাঁটি ও প্রধান জায়গাগুলোতে তীব্র হামলা চালানো যা ধ্বংস হলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধারাবাহিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে।

এক পৃথক প্রতিবেদনে উত্তর কোরিয়া জানিয়েছে, উলচি ফ্রিডম শিল্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের মোতায়েন করা বি১বি বোমারুর পাল্টা জবাবে তারা বুধবার মাঝরাতের আগে দুটি কৌশলী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে। এটি কৌশলী পারমাণবিক হামলা মহড়ার অংশ।

গ্যাবনে 'সাংবিধানিক আদেশ ফিরিয়ে আনার' আহ্বান জানিয়েছে আঞ্চলিক ব্লক

গ্যাবন ঃ বৃহস্পতিবার মধ্য আফ্রিকান আঞ্চলিক ব্লক ইসিসিএএস রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নিরসনে গ্যাবনে শক্তি প্রয়োগের নিন্দা জানিয়েছে। এটি গ্যাবনে সাংবিধানিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছে।

দ্য কমিশন ফর দ্য ইকোনোমিক কমিউনিটি অফ সেন্ট্রাল আফ্রিকান স্টেটস এক বিবৃতিতে বলেছে, এটি গ্যাবনের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং রাষ্ট্রপ্রধানরা রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য অচিরেই একটি বৈঠক করবেন।

বুধবার সেনা কর্মকর্তারা ক্ষমতা দখল করার পর এবং প্রেসিডেন্ট আলি বঙ্গোকে গৃহবন্দী করার কথা বলার পরে অন্যান্য দেশ যুক্তরাষ্ট্রসহ ঘটনাগুলোর নিন্দা করেছে। তারা বঙ্গোর মুক্তি এবং বেসামরিক শাসন ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছে।

দেশটির নির্বাচন কমিশন বঙ্গো জিতেছে বলে ঘোষণা দেয়ার পরপরই বিদ্রোহী সেনারা জাতীয় টেলিভিশনে অভ্যুত্থানের ঘোষণা দেয়।

রিপাবলিকান গার্ডের প্রধান জেনারেল ব্রাইস ক্লোটেয়ার ওলিগুই এনগুইমাকে অন্তর্বর্তী কমিটির প্রেসিডেন্ট মনোনীত করা হয়েছে। অলিগুই বঙ্গোর চাচাতো ভাই। বঙ্গো তার পিতা ওমর বঙ্গোর মৃত্যুর পর ২০০৯ সালে প্রথম ক্ষমতায় আসেন। ওমর বঙ্গো এর আগের ৪২ বছর ধরে তেল উৎপাদনকারী দেশটি শাসন করেছিলেন।

বিরোধীরা বলছেন, পরিবারটি দেশের তেল এবং খনিজ সম্পদ দেশটির ২৩ লাখ মানুষের সাথে ভাগ করে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। গ্যাবন হলো প্রাক্তন একটি ফরাসি উপনিবেশ এবং আফ্রিকায় ফ্রান্সের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্রদের মধ্যে একটি। শনিবারের নির্বাচনে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের অভাব ছিল, যা নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি করেছে।

পরবর্তীতে বঙ্গোর সরকার ইন্টারনেট পরিষেবার গতি কমিয়ে দেয় এবং সারা দেশে রাত্রিকালীন কারফিউ জারি করে। তারা বলে, গুজবের বিস্তার রোধ করা প্রয়োজন।

টুকরো খবর

বিএনপি কি এখনো সরকারের বিরুদ্ধে 'গণঅভ্যুত্থান' আশা করে?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের অন্যতম বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি তাদের প্রতিষ্ঠার ৪৫ বছর পূর্ণ করেছে এমন এক সময়ে যখন দলটি সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে আছে। অনেকে মনে করেন, ১৭ বছর রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে থাকা বিএনপির জন্য আগামী নির্বাচন একটি চ্যালেঞ্জ। সরকারের পদত্যাগের দাবিতে দলটি যে একদফা ঘোষণা করেছে সেটি কতটা সফল হবে তা নিয়েও নানা প্রশ্ন রয়েছে। নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়ে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটাতে চাইছে দলটি । কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পটভূমিতে সরকার পতনের আন্দোলনে সফল হওয়াটাই এখন বিএনপির জন্য সবচে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন অনেকে। বাংলাদেশে আগামী জাতীয় নির্বাচনকে বিএনপির জন্য অনেকটা 'অস্তিত্ব রক্ষার' লড়াই হিসেবেও দেখা হচ্ছে। বর্তমানে বিএনপির আন্দোলন যেভাবে এগুচ্ছে তাতে সরকার পতন ঘটাতে পারবে কী না তা নিয়ে অনেকেরই সন্দেহ আছে। দীর্ঘ সময় ক্ষমতার বাইরে থাকা এবং সরকারের কঠোর অবস্থানে বিএনপির রাজনীতি কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি। তাই আগামী দিনে বিএনপির আন্দোলনের পরিণতি কী হয় সেদিকেও এখন অনেকের দৃষ্টি রয়েছে। বিষয়টি খুব একটা সহজ নয় বলে মানছেন বিএনপির নেতারা। আপনার প্রতিপক্ষ যদি একটা রাজনৈতিক দল হয় সেটা এক ধরনের রাজনীতি। এবং আপনার প্রতিপক্ষ যদি হয় একটা রেজিম, যারা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে পাওয়ারফুল হচ্ছে এবং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করে, সেটি বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে আইন শৃঙ্খলা, ইলেকশন কমিশন সবগুলোকে যখন করায়ত্ব করে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় সেটা একটা খুব কঠিন অবস্থা। আমরা তার সম্মুক্ষীণ, বিবিসি বাংলাকে বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বিএনপির কর্মসূচী - বিশেষ করে সমাবেশে - বিপুল কর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আগামী নির্বাচন নিয়ে সরকারের উপর যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে চাপ তৈরি করেছে তাতে বিএনপির মধ্যে একটা বাড়তি আত্মবিশ্বাস তৈরি করেছে। সরকার এবার একতরফা ভোট করতে চাইলে সেটি প্রতিরোধের চেষ্টা করবে বলেও ইঙ্গিত দিচ্ছে বিএনপি। আমরা এমন একটা পর্যায়ে চলে আসছি দেশে জনগণ প্রয়োজনে প্রতিরোধ করবে। এবং প্রতিরোধ করার অধিকার কিন্তু আছে দেশের নাগরিকদের আপনি যখন তার রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিয়ে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করবেন সেই দেশের নাগরিকদের প্রতিরোধ করার সাংবিধানিক অধিকার আছে কিন্তু। তো বাংলাদেশ ঠিক সেই পর্যায়ে এখন এসেছে, বলেন মি. চৌধুরী। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচনের আর বাকী আছে চার মাসের মতো। নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া জাতীয় নির্বাচনে অংশ না নেয়ার সিদ্ধান্তে অনঢ় অবস্থান ধরে রেখেছে বিএনপি। অন্যদিকে সংবিধান অনুযায়ী আগামী নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপারে সরকার অটল। নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি নিয়ে সরকারের সঙ্গে কোনো সংলাপ বা আলোচনার বিষয়টিও যেহেতু অনুপস্থিত, তাই দাবি আদায়ে গণ-আন্দোলন ছাড়া বিকল্প দেখছে না বিএনপি। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন, আন্দোলনের মাধ্যমেই দাবি আদায় করতে চান তারা। এরশাদ পতনের মাত্র কয়েকদিন আগেও বলেছে যে কোথায় পদত্যাগ করবো জিরো পয়েন্টে? আমরা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে কী দেখেছি? আটষট্টি সালে আইয়ুব খান উন্নয়নের একদশক পালন করেছে, কিন্তু উনসত্তরে তিনি আর নাই গণ-আন্দোলন বা মানুষের আন্দোলন এটা কখন স্পার্ক করবে, কখন পরিপূর্ণতা লাভ করবে এটা প্রেডিক্ট করা যায় না। কে জানে যে এখন থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে পরিবর্তন হয়ে যাবে না। কে জানে যে দুই সপ্তাহের মধ্যে হবে না বা চার সপ্তাহের মধ্যে হবে না, বলেন মি. খান। বিএনপি গণঅভ্যুত্থানের কথা বললেও এখন পর্যন্ত তাদের সরকার বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে খণ্ডখণ্ড ভাবে। কয়েকটি বড় সমাবেশ ছাড়া টানা আন্দোলন কিংবা জোরালো কর্মসূচি নিয়ে রাজনীতির মাঠে অবস্থান নিতে পারেনি বিএনপি। এ বাস্তবতায় নির্বাচনের আগে যতটুকু সময় আছে তার মধ্যে কীভাবে গণ-আন্দোলন সৃষ্টি হবে? আর সেই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ রূপরেখা কী? এমন প্রশ্নে নজরুল ইসলাম খান বলেন, ডক্টর শামসুজ্জোহা হত্যার ঘটনায় উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বা আসাদের মৃত্যুতে এটা বদলে গেছে। ডাক্তার মিলন বা নূর হোসেনের মৃত্যুতে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন মুহূর্তে বদলে গেছে। এটা কোনো পরিকল্পনার বিষয় না। একটা পরিকল্পনা ঠিক আছে। সেটা হচ্ছে - আমরা জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আমাদের এ আন্দোলনটা অব্যাহত রাখবো এবং ক্রমান্বয়ে আরো জোরদার করার চেষ্টা করবো। অহিংস এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, বলেন মি. খান। এখন পর্যন্ত রাজপথে সভা সমাবেশ, পদযাত্রার মতো কর্মসূচি দিয়ে আন্দোলন চালিয়ে নিচ্ছে দলটি। এসব কর্মসূচীতে যে সরকার নমনীয় নয় সেটি স্পষ্ট। তাহলে ভবিষ্যত কর্মসূচি কেমন হবে? চলমান আন্দোলন যখন যে কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে সেই কর্মসূচি আসবে। আর কর্মসূচি তো একা বিএনপি দিচ্ছে না। এখানে ছত্রিশ দল আছে, ছত্রিশ দলের যুগপতের বাইরে যারা আছে তাদের সাথে আমাদের একটা মনের মিল আছে সকলে একদিকে যাচ্ছি, বলেন মি. চৌধুরী। সুতরাং আন্দোলনের প্রেক্ষাপট টা কিন্তু সে রকমই। কর্মসূচি যেগুলো আসবে সেগুলো কিন্তু সেটার ভিত্তিতেই হবে। আর আন্দোলন বলে দেবে কখন কী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বাস্তবতা হচ্ছে, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের দুটি বিতর্কিত নির্বাচন করেও সরকার তার মেয়াদ পূর্ণ করেছে। কিন্তু এবার নিরপেক্ষ সরকার গঠন ছাড়া একতরফা নির্বাচন করার সুযোগ দিতে চায় না বিএনপি। যদিও সেটি আন্দোলনের মাধ্যমে বিএনপি আদায় করতে পারবে কী না সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

শ্রীলংকা পারলে বাংলাদেশ পারেনা কেন?

ঢাকা ঃ হার দিয়েই নিজেদের এশিয়া কাপ মিশন শুরু করলো বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টের সহ আয়োজক শ্রীলংকা অনায়াসে পাঁচ উইকেটের জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। পাল্লেকেলেতে এ ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে মাত্র ১৬৪ রান সংগ্রহ করে বাংলাদেশ। এই টার্গেটে পৌঁছাতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি শ্রীলংকার। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান ব্যর্থতার জন্য আঙুল তুলেছেন ব্যাটসম্যানদের দিকে। তিনি বলেন, ব্যাটসম্যানরা ভালো টার্গেট দিতে না পারাতেই এ পরাজয় হয়েছে। ম্যাচ

শেষে বাংলাদেশের দলের পারফরম্যান্স ঘিরে উঠেছে বেশ কিছু প্রশ্ন। পাল্লেকেলেতে এদিন টস জেতেন বাংলাদেশ অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। তবে টস জেতার পর তার ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত বিস্মিত করে অনেককেই। প্রতিপক্ষ অধিনায়ক দাসুন শানাকা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সেটি বোঝা যায়। তিনি মনে করেন যে টসে হারা শ্রীলংকার জন্য এক অর্থে ভালোই হয়েছে। বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা মনে করিয়ে দিয়ে লংকান অধিনায়ক বলেন, পরে ব্যাট করাই কাঙ্খিত ছিল তার।

চীনের অর্থনীতি কি এক ভয়ংকর বিপর্যয়ের দিকে আগাচ্ছে?

বেইজিং (এজেন্সী) ঃ চীনের অর্থনীতি সম্পর্কে গত ছয় মাস ধরে একের পর এক দুঃসংবাদ আসছে ঃ প্রবৃদ্ধির ধীরগতি, তরুণদের মধ্যে রেকর্ড বেকারত্বের হার, বিদেশি বিনিয়োগে ভাটা, দুর্বল রপ্তানি আয়, স্থানীয় মুদ্রার দর পতন এবং আবাসন শিল্পে সংকট। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন চীনের অর্থনীতিকে ‘টিকিং টাইম বম্ব’ অর্থাৎ ক্রমশ এক বিপর্যয়ের দিকে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি আশংকা করছেন চীনে অসন্তোষ আরও বাড়বে।

তবে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর পাল্টা জবাব দিয়ে বলেছেন, চীনের অর্থনীতি অনেক টেকসই, এর সম্ভাবনা দারুণ আর আছে অনেক প্রাণশক্তি।

তাহলে কে সঠিক মি. বাইডেন নাকি মি. শি? এর উত্তর সম্ভবত লুকিয়ে আছে এই দুয়ের মাঝখানে।

চীনের অর্থনীতি খুব সহসাই ধসে পড়বে এমন সম্ভাবনা কম। তবে চীনের সামনে আছে অনেক চ্যালেঞ্জ, যার মূল অনেক গভীরে।

চীনের এই অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে আছে আবাসন শিল্প। কিছুদিন আগেও চীনের মোট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ ছিল রিয়েল এস্টেট খাতে।

সিঙ্গাপুরের ইনসিড বিজনেস স্কুলের প্রফেসর আন্তনিও ফাতাস বলেন, এর কোন মানে হয় না, এটা একেবারেই অর্থহীন।

গত দুই দশক ধরে চীনের রিয়েল এস্টেট খাত ফুলেফেঁপে উঠছে, বিশেষ করে বেসরকারিকরণের ফলে। কিন্তু ২০২০ সালে এই খাতে সংকট দেখা দিল। কোভিডের মহামারী, তার সঙ্গে চীনের কমতে থাকা জনসংখ্যা এর কোনটিই এই খাতের জন্য সুসংবাদ ছিল না।

চীনের সরকার তখন এই সংকট থেকে পুরো অর্থনীতিতে বিপর্যয়ের আশংকা করছিল, যেমনটি ঘটেছিল ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে। সরকার তখন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপাররা কী পরিমাণ অর্থ ধার করতে পারবে তার একটা সীমা বেঁধে দিল। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারদের ঋণের বোঝা শত শত কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে, যেটা তারা পরিশোধ করতে পারছে না।

এখন চীনে নতুন বাড়িঘরের চাহিদায় ধস নেমেছে, আর এর ফলে বাড়িঘরের দামও সাংঘাতিকভাবে পড়ে গেছে। এর মানে হচ্ছে, চীনে যারা বাড়ির মালিক, তারা আগের চেয়ে গরীব হয়ে পড়েছে। আর এটি ঘটেছে গত তিন বছর ধরে কোভিডের কঠোর বিধিনিষেধে থাকার পর সেখান থেকে যখন তারা বেরিয়ে আসছে। চীনে আপনার বাড়িই আসলে আপনার সঞ্চয়, বলছেন অ্যালিসিয়া গার্সিয়াহেরেরো, যিনি ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ন্যাটিক্সিসের প্রধান অর্থনীতিবিদ। কিছুদিন আগেও চীনে অস্থির শেয়ার বাজারে টাকা খাটানো বা স্বল্প সুদের ব্যাংক একাউন্টে অর্থ রাখার চাইতে বাড়ি কেনাকে ভালো বিনিয়োগ বল গণ্য করা হতো।

এর মানে হচ্ছে, পশ্চিমা দেশগুলোতে কোভিড মহামারীর পর অর্থনীতিতে যে চাঙ্গা ভাব দেখা গেছে, চীনে সেটা ঘটেনি।

জিরোকোভিড নীতি বাতিল করার পর ধারণা করা হয়েছিল চীনের মানুষ পাগলের মতো অর্থ ব্যয় করবে, বলছেন মিজ গার্সিয়াহেরেরো। তারা বেড়াতে যাবে, প্যারিসে যাবে, আইফেল টাওয়ার কিনে নেবে। কিন্তু চীনের মানুষ জানে যে বাড়ির দাম কমে যাওয়ায় তাদের সঞ্চয় কমে গেছে, ফলে তারা এখন আর কোন বাড়তি অর্থকড়ি খরচ করতে চাইছে না।

এর ফলে যে লোকজন নিজেদের এখন দরিদ্রতর বলে মনে করছে সেটাই শুধু নয়, এর ফলে চীনের স্থানীয় সরকারগুলোর ঋণ সংকট প্রকট হয়ে উঠেছে।

ধারণা করা হয়, এদের শত শত কোটি ডলারের রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ অর্থই আসে ডেভেলপারদের কাছে জমি বিক্রি করে। কিন্তু এখন এই খাত বড়

সংকটে।

কিছু কিছু অর্থনীতিবিদের মতে, আবাসন শিল্পের এই সংকট কাটতে বহু বছর সময় লাগবে।

একটি ত্রুটিপূর্ণ অর্থনৈতিক মডেল আবাসন শিল্পের এই সংকট আসলে চীনের সার্বিক অর্থনীতি যেভাবে পরিচালিত হয় তার সমস্যাগুলোকেও সামনে নিয়ে এসেছে।

গত তিরিশ বছর ধরে চীনের অর্থনীতির যে বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধি, তার মূলে আছে নির্মাণ শিল্প ঃ রাস্তা, সেতু, রেললাইন থেকে কারখানা, বিমানবন্দর থেকে বাড়িঘর। আর স্থানীয় সরকারগুলোই মূলত এসব নির্মাণ কাজ চালায়।

কিন্তু কিছু অর্থনীতিবিদ যুক্তি দিচ্ছেন যে, চীনের এই নীতি এখন কার্যত পথ হারাচ্ছে।

নির্মাণ যজ্ঞের প্রতি চীনের এই আসক্তির সবচেয়ে উদ্ভট উদাহরণ মিয়ানমার সীমান্তবর্তী ইউনান প্রদেশ। এবছর সেখানকার কর্মকর্তারা নিশ্চিত করলেন যে তারা কয়েক বিলিয়ন ডলার খরচ করে সেখানে একটি কোভিড১৯ কোয়ারেন্টিন ফ্যাসিলিটি তৈরি করবেন।

চরম ঋণগ্রস্ত স্থানীয় সরকারগুলো আসলে এতটাই চাপে আছে যে কোথাও কোথাও এরা নিজেরাই নিজেদের কাছে জমি বিক্রি করে তাদের নির্মাণ কর্মসূচী অব্যাহত রাখছে।

এর মোদ্দা কথা হচ্ছে, চীনের নির্মাণ যজ্ঞ আসলে এর বেশি আর যেতে পারছে না, এরপর এটা স্রেফ অপচয়ে পরিণত হচ্ছে। নিজের দেশের জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য তাদের এখন একটা ভিন্ন পথ খুঁজে বের করতে হবে।

আমরা এখন এখন একটা সংক্রমণের পর্যায়ে আছি, বলছেন প্রফেসর ফাতাস। পুরনো মডেল আর কাজ করছে না। কিন্তু ফোকাস বদলাতে হলে আপনার তো গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার দরকার।

যেমন, তিনি যুক্তি দিচ্ছেন, যদি চীন তার অর্থনীতিকে নতুন করে চাঙ্গা করার জন্য একটি আর্থিক খাত গড়ে তুলতে চায়, এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে চায়, তাহলে সরকারকে তাদের নিয়ন্ত্রণ অনেক শিথিল করতে হবে। ব্যক্তিখাতের হাতে অনেক কিছু ছেড়ে দিতে হবে।

কিন্তু বাস্তবে এর উল্টোটাই ঘটছে। চীনা সরকার আর্থিক খাতের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ অনেক কঠোর করেছে, পশ্চিমা ব্যাংকগুলোর সমালোচনা করেছে এবং আলিবাবার মতো বড় প্রযুক্তি কোম্পানির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে।

এর ফলে চীনে যুব বেকারত্ব অনেক বেড়ে গেছে। চীন জুড়ে লাখ লাখ উচ্চ শিক্ষিত স্নাতক শহরে একই ভালো চাকুরি পেতে হিমশিম খাচ্ছে।

জুলাই মাসে প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে চীনের ১৬ হতে ২৫ বছর বয়সীদের মধ্যে যারা কাজ খুঁজছে তাদের ২১ দশমিক ৩ শতাংশই বেকার। এর পরের মাসে চীনা কর্মকর্তারা জানালেন, তারা এই বেকারত্বের পরিসংখ্যান আর প্রকাশ করবেন না।

প্রফেসর ফাতাসের মতে, এত বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত চীনা অর্থনীতি যে হিমশিম খাচ্ছে, এটি তার একটা প্রমাণ।

একটি নতুন ব্রিজ তৈরি করার সময় উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা ব্যবস্থা হয়তো কাজ করে। কিন্তু ব্রিজ নির্মাণের কাজ যখন শেষ হয়ে গেল, এবং লোকে এখনো কাজ খুঁজছে, তখন এই ব্যবস্থাটা বেশ ঝামেলাপূর্ণ বলেই মনে হবে। সরকার এখন কী করবে?

অর্থনীতিকে নতুন দিকে পরিচালিত করতে হলে তার জন্য রাজনৈতিক আদর্শেও পরিবর্তন আনতে হবে।

কিন্তু চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যেরকম কঠোরভাবে চীনের মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, আর প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং যেভাবে বজ্রমুষ্টিতে কমিউনিস্ট পার্টির সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছেন, সেরকমটা যে ঘটবে, তা আশা করা যায় না। চীনের নেতারা হয়তো যুক্তি দিতে পারেন, এরকম কিছু করার প্রয়োজনই নেই।

অন্যভাবে দেখলে, চীন আসলে নিজেই তার সাফল্যের শিকার হয়েছে। চীনের এখনকার যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সেটাকে আসলে ‘ধীরগতি’ বলা হচ্ছে আগের বছরগুলোর চমকপ্রদ সাফল্যের সঙ্গে তুলনা করে।

১৯৮৯ সাল হতে চীনের অর্থনীতি গড়ে ৯ শতাংশ হারে বেড়েছে। ২০২৩ সালে এই প্রবৃদ্ধি সাড়ে চার শতাংশে নেমে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

চীনের অর্থনীতির জন্য এটা বিরাট পতন। তবে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য বা ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে, এই প্রবৃদ্ধি এখনো অনেক বেশি। অনেকে যুক্তি দিচ্ছেন যে, চীনের নেতাদের জন্য এরকম প্রবৃদ্ধিই যথেষ্ট।

পশ্চিমা দেশগুলোর অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি সেখানকার লোকজনের ব্যয় করা অর্থ। কিন্তু এরকম ভোক্তা নির্ভর অর্থনীতি নিয়ে বেইজিং বেশ সতর্ক। এটি যে কেবল অপচয়মূলক তাই নয়, এটি ব্যক্তিকেন্দ্রিকও বটে।

ভোক্তাদের নতুন টিভি কেনা, স্ট্রিমিং সার্ভিসের গ্রাহক হওয়া বা বেড়াতে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করার মাধ্যমে হয়তো অর্থনীতি চাঙ্গা করা যাবে, কিন্তু এটি চীনের জাতীয় নিরাপত্তা বা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে খুব বেশি কিছু অবদান রাখবে না।

প্রেসিডেন্ট শি প্রবৃদ্ধি চান, কিন্তু সেটা কেবল প্রবৃদ্ধির খাতিরে প্রবৃদ্ধি নয়। এ কারণেই সম্প্রতি চীনে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিখাতে বিনিয়োগে বিরাট উল্লম্ফন দেখা যাচ্ছে। সেমিকন্ডাক্টর, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং গ্রিন টেকনোলজি এরকম খাতে তারা বিনিয়োগ করছে যাতে করে অন্য কোন দেশের ওপর তাদের নির্ভর করতে না হয়।

অর্থনীতিতে টানাপোড়ন সত্ত্বেও সরকার যে সেটা নিয়ে খুব বেশি কিছু করছে না, তার কিছু ব্যাখ্যা এখানে খুঁজে পাওয়া যায়। এপর্যন্ত তারা অর্থনীতি সামাল দেয়ার জন্য ছোটখাটো কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে ঋণের সীমা বেঁধে দিয়েছে, বা সুদের হার সামান্য পরিমাণে কমিয়েছে, কিন্তু অর্থনীতিতে তারা বিপুল পরিমাণে অর্থ সঞ্চালিত হতে দিচ্ছে না।

চীনে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা শঙ্কায় আছেন। তারা চান, সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নিক। কিন্তু যারা দায়িত্বে আছে, তারা কাজ করছেন দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য মাথায় নিয়ে।

তারা জানে, কাগজেকলমে হলেও, চীনে এখনো প্রবৃদ্ধির বিরাট সুযোগ আছে। চীন হয়তো বিশ্ব অর্থনীতির এক বিরাট চালিকাশক্তি। কিন্তু চীনের মানুষের গড়পড়তা বার্ষিক আয় এখনো ১২ হাজার ৮৫০ ডলার। চীনের ৪০ শতাংশ মানুষ এখনো গ্রামেই থাকে।

চীনে যেহেতু কিছুদিন পর পর নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের কোন ব্যাপার নেই, তাই তারা এরকম একটা দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি তারা নিতেই পারেন।

কিন্তু অন্যদিকে অনেক অর্থনীতিবিদ যুক্তি দেন যে, বিশ্বের উচ্চ আয়ের দেশগুলোর মতো জীবনযাত্রার মানে পৌঁছাতে হলে যে ধরণের মুক্ত এবং নমনীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দরকার, চীনের বর্তমান কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার সঙ্গে খাপ খাবে না।

এরকম একটা বিপদ এখানে আছে যে, মি. শি হয়তো কার্যকর সুশাসনের চাইতে আদর্শকে, বা বাস্তবতার চাইতে নিয়ন্ত্রণকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন।

অর্থনীতি যতদিন ভালোমতো চলছে, ততদিন লোকে এ নিয়ে ভাবে না। কিন্তু চীন জিরোকোভিডের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসার পর যখন অনেক মানুষ কাজ পেতে হিমশিম খাচ্ছে, লোকজনের বাড়িঘরের দাম পড়ে যাচ্ছে, তখন ব্যাপারটা অন্যরকম। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ‘টিকিং টাইম বম্ব’ মন্তব্যের প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক। এই বর্ণনার মধ্যে চীনে বড় ধরণের জন অসন্তোষ বা পররাষ্ট্রনীতিতে বিপদজনক কোন পদক্ষেপ বা পাল্টা ব্যবস্থার ইঙ্গিত আছে।

এই মূহুর্তে অবশ্য এটা একেবারেই একটা জল্পনা। চীন অতীতে অনেক সংকট থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, দেশটির নেতৃত্ব এখন নতুন কিছু অভিনব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

ওরা কি বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত? অবশ্যই, ওরা তো অর্থনীতির পরিসংখ্যান দেখতে পাচ্ছে, বলছেন প্রফেসর ফাতাস।

ওরা কি বুঝতে পারছে কী করা উচিৎ? আমি ঠিক নিশ্চিত নই। আমার অনুমান, চীনের ভবিষ্যতের জন্য খুবই মৌলিক কিছু বিষয় তারা এড়িয়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক ইউনূসের জন্য ওবামাহিলারি সক্রিয় হলেন যেসব কারণে

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ শান্তিতে নোবেল জয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ‘হয়রানি বন্ধের’ জন্য শেখ হাসিনার সরকারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ছে। গত এক সপ্তাহে অধ্যাপক ইউনূসের পক্ষে একের পর এক বিবৃতি সেটি ইঙ্গিত করে।

হঠাৎ করে অধ্যাপক ইউনূস ইস্যুতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এতটা সোচ্চার হয়ে উঠলেন কেন?

প্রথমে অধ্যাপক ইউনূসের প্রশংসা করে একটি ব্যক্তিগত চিঠি দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। একদিন পরে অধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে চলমান মামলা স্থগিত করার আহবান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি খোলা চিঠি দিয়েছেন বিশ্বের ১৬০জন গুরুত্বপূর্ণ ও সুপরিচিত ব্যক্তি। যেখানে বারাক ওবামাসহ একশ’র বেশি নোবেল বিজয়ী রয়েছেন।

শুধু খোলা চিঠি নয়, একদিন পরে যুক্তরাষ্ট্রের হিলারি ক্লিনটন মি. ইউনূসের পাশে দাঁড়াতে তার এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্ট থেকে আহবান জানিয়েছেন। শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রামীন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা মি. ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা আগে থেকেই চলমান ছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের খোলা চিঠি যেদিন প্রকাশ পায় সেদিনও নতুন করে আরও আঠারটি মামলা হয়েছে তার বিরুদ্ধে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ওই খোলা চিঠিতে অধ্যাপক চিঠিতে বলা হয়েছে, অধ্যাপক ইউনূস ‘ধারাবাহিক বিচারিক হয়রানির শিকার হয়েছেন’। ক্ষমতাসীনরা মনে করে, অধ্যাপক ইউনূস ’আইনগত ব্যবস্থা থেকে নিষ্কৃতি’ পাবার জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তৎপরতা চালাচ্ছেন।

মি. ইউনূস জানেন তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ যথার্থ এবং সে কারণেই উদ্বিগ্ন হয়ে নিতান্ত ব্যক্তিস্বার্থেই তিনি তার বন্ধু সেলেব্রিটি ব্যক্তিদের ব্যবহার করেছেন, বলেন আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ড. সেলিম মাহমুদ। মি. মাহমুদ আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে সম্প্রতি কূটনীতিকদের সঙ্গে একাধিক বৈঠকে অংশ নিয়েছেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও মঙ্গলবার বলেছেন যে, কেউ যদি ট্যাক্স না দেয় আর শ্রমিকের অর্থ আত্মসাৎ করে এবং সেই শ্রমিকের পক্ষে শ্রম আদালতে মামলা হলে তার কিছু করার নেই।

খোলা চিঠির আহবান প্রত্যাখ্যান করে শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে বলেছেন, মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ে তার কিছুই করার নেই। বরং তিনি বিবৃতি দাতাদের বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে মি. ইউনূসের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো যাচাই করার পাল্টা আহবান জানিয়েছেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা অনেকবারই মি. ইউনূসের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

নির্বাচনের সাথে যোগসূত্র?

ইউনূসের বিষয়টি ছাড়াও আরও দুটি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। তারা বলেছেন, বাংলাদেশের আগের দুটি নির্বাচনের বৈধতার সংকট আছে এবং আগামী নির্বাচনের দিকে তাদের নজর থাকবে বলেও মনে করিয়ে দিয়েছেন তারা।

ওয়াশিংটনভিত্তিক উইলসন সেন্টারের সাউথ এশিয়ান ইন্সটিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান বলেছেন ড. ইউনূস একজন বৈশ্বিক সেলেব্রিটি এবং সে কারণে বিশ্বজুড়ে অনেক প্রভাবশালী বন্ধু তাঁর আছে।

আমি মনে করি ড. ইউনূস তার বিরুদ্ধে চলমান তদন্ত নিয়ে উদ্বিগ্ন। সেজন্যই তার প্রভাবশালী বন্ধুদের এক জায়গায় এনেছেন তাদের সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। কারণ তিনি জানেন তার পক্ষে এসব বড় বড় নামগুলোর একটি শক্ত প্রভাব আছে। বিশেষ করে চিঠিটি গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার হওয়ায় সরকার এখন চাপে পড়েছে।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অব পলিটিক্স এন্ড গভর্নমেন্টের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর আলী রীয়াজ বলছেন বাংলাদেশের গণতন্ত্রহীনতা ও সুশাসনের অভাব থাকায় মি. ইউনূস ন্যায়বিচার পাবেন না বলে আন্তর্জাতিক মহলে একটি উদ্বেগ ও ধারণা আছে। এখন তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য একটি তড়িঘড়ি করার চেষ্টা দৃশ্যমান হওয়ায় তা নিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা উদ্বিগ্ন হয়ে তার পাশে দাঁড়িয়েছেন, বলেন প্রফেসর রীয়াজ।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ অধ্যাপক ইউনূস ইস্যুটিকে ‘আইনগত ব্যাপার’ হিসেবে তুলে ধরতে চাইলেও পশ্চিমা বিশ্বে সেটি খুব একটা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রীর কাছে খোলা বাংলাদেশের আগামী সাধারন নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য শেখ হাসিনার সরকারের উপর আমেরিকার চাপ এখন দৃশ্যমান। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সরকারের সম্পর্ক এক ধরণের অস্বস্তির ভেতরে দিয়ে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্রমাগত যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করে যাচ্ছেন। এমন প্রেক্ষাপটে অধ্যাপক ইউনূস ইস্যুটি সামনে আসলো।

পর্যবেক্ষকদের ধারণা, যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন আগামী নির্বাচন নিয়ে সরকারের ওপর চাপ তৈরি এবং অধ্যাপক ইউনূস ইস্যুতে বারাক ওবামা ও হিলারি ক্লিনটনের মতো ব্যক্তিদের সোচ্চার হওয়া ¯ এ দুটো বিষয়ের মধ্যে ‘অনানুষ্ঠানিক যোগসূত্র’ থাকতে পারে।

যদিও আওয়ামী লীগ নেতা মি. মাহমুদ বলছেন বিবৃতিদাতাদের মধ্যে আলোচিতরা সাবেক রাজনীতিক এবং তারা তাদের ব্যক্তিগত ইস্যুতে কথা বলছেন, যার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের সম্পর্ক নেই।

তবে আলী রীয়াজ বলছেন, বারাক ওবামা ও হিলারি ক্লিনটনের মতো ব্যক্তিত্বরা প্রশাসনে না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে তাদের মতামতের গুরুত্ব আছে, তাদের ক্ষমতা নেই কিন্তু প্রভাব আছে। তবে এগুলো না দেখে বাংলাদেশের সরকারের দেখা উচিত তারা মি. ইউনূসকে হয়রানি করছেন কিনা। আর একটি বিষয় মানতেই হবে যে পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে তাতে নির্বাচন কতটা অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। আর এ পরিস্থিতি এক দিনে তৈরি হয়নি। এ কারণেই হয়তো বিবৃতিটা এখন এসেছে, বলছিলেন তিনি।